বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-২০১৮

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
www.dphe.gov.bd

মুখবন্ধ

সরকারী কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন ও এতৎসংক্রান্ত প্রবিধানমালা অনুসারে তথ্য কমিশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সকল অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যেগ গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন, নর্দমা ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন) ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দেশের সকল মানুষকে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এ প্রতিবেদনে সংক্ষেপে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন সার্কেল ও বিভাগের কর্মপরিধি এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতিমালা এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের গঠন, কাঠামো, কর্মপরিধি ও কর্ম বিন্যাস সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে। বার্ষিক প্রতিবেদনটি রেফারেন্স হিসেবেও মূল্যবান ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ সাইফুর রহমান)
প্রধান প্রকৌশলী

সূচিপত্র

ক্রমিক নং		বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০		**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিচিতি**	
	১.১	পরিচিতি ও পটভূমি	১
	১.২	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১
	১.৩	কর্মপরিধি (Mandate)	২
	১.৪	উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী	২
	১.৫	সংস্থার প্রধান কার্যক্রম	৩
	১.৬	নাগরিক সনদ	৪
	১.৭	নাগরিক সেবার তথ্য সারণি	৫
২.০		**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস**	
	২.১	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	৯
	২.২	অধিক্ষেত্র এলাকা (Area of Jurisdiction)	১০
	২.৩	সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram)	১১
	২.৪	জনবল	১২
	২.৫	পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ	১৬
৩.০		**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড**	
	৩.১	২০১৭-১৮ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পের তালিকা	১৬
৪.০		**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী নীতিমালা**	
	৪.১	নীতিমালা	১৯
	৪.২	ম্যানুয়াল	২০
৫.০		**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আর্থিক তথ্য**	
	৫.১	বাজেট	২১
	৫.২	আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা	২৪
৬.০		**জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পের তথ্য ও অগ্রগতি**	
	৬.১	চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি	২৫

৭.০	**তথ্য প্রাপ্তি ও আপীল সংক্রান্ত তথ্য**	
৭.১	তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন ফরম	২৯
৭.২	তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য	২৯
৭.৩	তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	২৯
৭.৪	আপীল আবেদনের জন্য আবেদন ফরম	২৯
৭.৫	আপীল আবেদনের তথ্য	২৯
৭.৬	তথ্য প্রদান ইউনিটের আপীল কর্তৃপক্ষ	৩০
৭. ৭	বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য	৩০
৭. ৮	ই-ডাউনলোড	৩১
৮.০	**২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত গ্রামীণ ও পৌর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম**	৩২-৩৪
৮.১	গ্রামীণ পানি সরবরাহ	৩২
৮.২	পৌর পানি সরবরাহ	৩৩
৮.৩	গ্রামীণ স্যানিটেশন	৩৫
৮.৪	পৌর স্যানিটেশন	৩৫
৯.০	**পানি পরীক্ষাগারের কার্যক্রম**	৩৬
১০.০	**গৃহীত কার্যক্রম সমূহ**	
১০.১	প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আপদকালীন কার্যক্রম	৩৯
১০.২	মিয়ানমার হতে ব্যস্তচ্যুত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য কার্যক্রম	৪০
১১.০	**গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম**	৪১
১২.০	**অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম**	৪৪
১২.১	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৪৪
১২.২	PEDP	৪৪
১২.৩	Dhaka Water Conference	৪৫
১২.৪	বাংলাদেশ অর্থনেতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা)	৪৬
১২.৫	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কৌশল	৪৭
১৩.০	APA (Annual Performance Agreement)	৪৮
১৪.০	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য	৫০
	পরিশিষ্ট	৫৩
	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন চলমান প্রকল্পসমূহের আওতাভুক্ত জেলা ও পৌরসভাসমূহের ম্যাপ	৫৮

১.০ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিচিতি

১.১ পরিচিতি ও পটভূমি

নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পন করে ১৯২৪ সালে ডিপিএইচই (বেঙ্গল) হিসেবে যাত্রা শুরু করে । পরবর্তীতে ১৯৩৬ সালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৫ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। বর্তমানে ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। জনসাধারনের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। জনগণের নিকট নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পৌছানোর লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা পুনর্বাসনের গুরুত্ব আরোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে ডিপিএইচই’র মাধ্যমে। একই ধারাবাহিকতায় এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কভারেজের দিক দিয়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম শীর্ষ স্থান দখল করে আছে। পল্লী এলাকার বিভিন্ন ধরনের নিরাপদ পানির উৎস (টিউবওয়েল) ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রধান দায়িত্ব। তাছাড়া অত্র অধিদপ্তর পল্লী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মানোত্তোর রক্ষণাবেক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদকে WATSAN কমিটির মাধ্যমে কারিগরী সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য পরিচর্যা জোরদারকরণ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে।

নগরায়নের ফলে পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ চাহিদা পুরণে অত্র দপ্তর পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণ সহ কারিগরী সহায়তার আওতায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। পৌরসভা সমূহে ড্রেনেজ, ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট ও সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট ভিত্তিক কাজ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর করে যাচ্ছে। এছাড়া বন্যা , সাইক্লোন, মহামারী, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদির কারনে সৃষ্ট জরুরী পরিস্থিতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

১.২ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- পল্লী ও শহরাঞ্চলের (ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশন এর আওতাধীন এলাকা ব্যতীত) সকল জনগণের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং শহরাঞ্চলে ড্রেনেজ, ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট ও সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট ভিত্তিক কাজ নিশ্চিত করা।
- নিরাপদ পানি ব্যবহার ও স্যানিটেশন বিষয়ে মানুষের অভ্যাসগত আচরণে পরিবর্তন আনয়ন।

সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী বর্তমান উদ্দেশ্য

- প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা।
- দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।

১.৩ কর্মপরিধি (Mandate):

জাতীয় ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান সংস্থা

- নিরাপদ পানি সরবরাহ
- স্যানিটেশন সুবিধার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
- ড্রেনেজ, বর্জ্য ব্যকস্থাপনা ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন

পরামর্শ বিষয়ক (Advisory Support)

- পলিসি এবং অ্যাকশন প্লান প্রনয়নে সহায়তাকরণ

কারিগরি সহায়তা প্রদান

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে নিরাপদ পানি স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

১.৪ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর- উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীঃ

১৯২৪	-	ডিপিএইচই (বেঙ্গাল) হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এর প্রধান কাজ ছিল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই।
১৯৩৬	-	হ্যান্ড টিউবওয়েল (HTW) প্রজেক্ট শুরু।
১৯৪১	-	এয়ার রেইড ফ্রিকশন টিউবওয়েলস (HTW) প্রজেক্ট শুরু।
১৯৪৫	-	দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পরবর্তী টিউবওয়েল প্রজেক্ট।
১৯৪৭	-	ডিপিএইচই (পূর্ব পাকিস্তান) হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।
১৯৪৭	-	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য শহরে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই।
	-	গ্রামীণ এলাকায় হ্যান্ড টিউবওয়েল (HTW) প্রোগ্রাম চালু।
	-	ঢাকা শহরের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন (Sewerage System) চালু।
১৯৫৮	-	ঢাকা শহরের জন্য Storm Water Drainage চালু।
১৯৬৩	-	ঢাকা এবং চট্টগ্রাম ওয়াসার জন্মলাভ।
	-	উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় গভীর নলকূপ (Deep Tubewell) চালু এবং Deep Set Pump প্রযুক্তি চালু।
১৯৬৪		হ্যান্ড টিউবওয়েল প্রোগ্রাম।
		রুরাল স্যানিটেশনের উপর পাইলট প্রজেক্ট হাতে নেয়া হয়।
১৯৭২	-	যুদ্ধ পরবর্তী গ্রামীণ পানি সরবরাহের দায়িত্ব ডিপিএইচই কে প্রদান।
	-	ইউনিসেফ (UNICEF) এর সহায়তায় গ্রামীণ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বড় রকমের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।
	-	জেলা শহরের জন্য পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প শুরু করা হয়।
১৯৭৩	-	পানি দূষণ প্রতিরোধ সেল (Water Pollution Control Cell) গঠন।
১৯৭৮	-	ইউনিসেফ (UNICEF) এর সহায়তায় গ্রামীণ পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে বড় রকমের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।
১৯৮০	-	বিভাগীয় শহরে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই কার্যক্রম শুরু।
১৯৮৩	-	উপজেলা হেড কোয়ার্টারে পানি সরবরাহ কার্যক্রম।
১৯৮৭	-	রাজশাহী ওয়াসার জন্মলাভ।

১৯৯৩	-	নতুন ৪২ টি জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলীর পদ সৃষ্টি।
১৯৯৩	-	পানির গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জোনাল ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৯৬	-	বাংলাদেশের ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণগত মানের পূর্ণাঙ্গ ডাটা বেইজ তৈরির লক্ষ্যে কম্পিউটার বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।
২০০৮	-	খুলনা ওয়াসার জন্মলাভ।
২০০৯	-	উপজেলা পর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলীর পদ সৃষ্টি করা হয়।
২০১৪	-	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহন করেন।
২০১৮	-	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্যাডার পদ ৩২৯ (১+৩+১৪+৭৬+২৩৫) এ উন্নীত করণ।

১.৫ সংস্থার প্রধান কার্যক্রম:

- ঢাকা , চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ শহর ব্যতীত সমগ্র দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন, নর্দমা ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন) ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে Lead Agency হিসাবে দায়িত্ব পালন;
- পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ;
- শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- আপদ-কালীন (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা ;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল গড়ে তোলা;
- সমগ্র দেশের খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ;
- ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান;
- নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- আর্সেনিক আক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যাসংকুল এলাকায় (লবণাক্ত, পাথুরে, পাহাড়ি ইত্যাদি) নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে স্বল্প ব্যয়ে লাগসই প্রযুক্তি অনুসন্ধান, গবেষণা ও উন্নয়ন;
- তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের তথ্য ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধকরণ ও আধুনিকীকরণ;

- স্থানীয় সরকার , বেসরকারি উদ্যোক্তা, বেসরকারি সংস্থা এবং Community Based Organization (CBO) সমূহকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে কারিগরি পরামর্শ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও
- নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ওয়াটার সেফটি প্লান (WSP) বাস্তবায়ন।

১.৬ নাগরিক সনদ (Citizen Charter):

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ওয়াসার আওতাভুক্ত এলাকা ব্যতীত) সমগ্র দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকারিভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের জনগণকে সেবা প্রদান করে থাকে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ:

১। পল্লী ও পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে অবকাঠামো নির্মাণ করা।
২। একটি কেন্দ্রীয় ও ১৩টি আঞ্চলিক ল্যাবরেটরির মাধ্যমে খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা সহ তৎপরবর্তী পরামর্শ প্রদান করা।
৩। নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত টেকসই স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (Manual) প্রণয়নের পাশাপাশি জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
৪। আপদ-কালীন সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা ও বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান করা।
৫। পানির উৎসের খুচরা যন্ত্রাংশ এবং স্যানিটারি ল্যাট্রিনের রিং-স্ল্যাব সরবরাহ ও স্থাপন কাজে জনগণকে সহায়তা প্রদান করা।
৬। নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও সর্বসাধারণকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

__নাগরিক সেবার তথ্য সারণি (Citizen Charter):__

ক্রমিক নং	সেবাসমূহ/সেবার নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর নাম	সেবা প্রদানের পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	সেবা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ফি	নির্দিষ্ট সেবা প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রতিকারের বিধান
১	নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন ও অবকাঠামো নির্মাণ (পল্লী এলাকায়)	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	উপজেলা ওয়াটসান (WATSAN) কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী সহায়ক চাঁদা প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরকারী বরাদ্দ মোতাবেক চূড়ান্ত তালিকা কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারের নিকট সরবরাহ। সরবরাহকৃত তালিকা অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ সহ নলকূপ স্থাপন ও অবকাঠামো নির্মাণ।	ওয়াটসান কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর ৪৫ কর্ম দিবস	উপকার ভোগী কর্তৃক প্রদত্ত সহায়ক চাঁদা রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম=১৫০০.০০ পিএস এফ=৪৫০০.০০ এসএসটি/ভিএসএসটি=২৫০০.০০ ৬ নং অগভীর নলকূপ=১৫০০.০০ অগভীর মেডিফাইড নলকূপ=২৫০০.০০ ৬ নং গভীর নলকূপ=৭০০০.০০ রিংওয়েল/ডাগ ওয়েল=৩৫০০.০০ গভীর তারা নলকূপ=৭০০০.০০	জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ।

২	নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন ও অবকাঠামো নির্মাণ (শহুরে এলাকায়)	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	পৌর মেয়র কর্তৃক অনুমোদিত তালিকাসহ সহায়ক চাঁদা প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরকারী বরাদ্দ মোতাবেক চূড়ান্ত তালিকা কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারের নিকট সরবরাহ। সরবরাহকৃত তালিকা অনুযায়ী মালামাল সরবরাহসহ নলকূপ স্থাপন ও অবকাঠামো নির্মাণ।	ওয়াটসান কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর ৪৫ কর্ম দিবস		জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ।
৩	পানির গুণগত মান পরীক্ষা (ফিল্ড টেস্ট কিটের মাধ্যমে) উপজেলা কার্যালয় হতে প্রদান করা হয়।	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর ফিল্ড টেস্ট কীট থাকা সাপেক্ষে উপ-সহকারী প্রকৌশলী/নলকূপ মেকানিক কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক নলকূপ পরীক্ষা করণ ও প্রতিবেদন প্রদান।	১০ কর্ম দিবসের মধ্যে	বিনামূল্যে (মূল্য ধার্যকরণ প্রক্রিয়াধীন)	জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ ।
৪	পানির গুণগত মান পরীক্ষা (আঞ্চলিক পানি পরীক্ষাগারে)	সিনিয়র কেমিস্ট	দেশব্যাপী ১৩টি জেলায় অবস্থিত আঞ্চলিক ল্যাবরেটরিতে নির্ধারিত ফি সহ আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর নলকূপের পানি পরীক্ষা করণ ও সরাসরি প্রতিবেদন প্রদান	১০ কর্ম দিবসের মধ্যে	আর্সেনিক-৪৫০/- আয়রন-৪৫০/- ক্লোরাইড-২৫০/- (অন্যান্য পরীক্ষার ফি সংযুক্ত)।	পরিচালক, কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার, মহাখালী, ঢাকা এর নিকট লিখিত অভিযোগ ।
৫	রিং-স্ল্যাব বিনামূল্যে বিতরণ/কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহ: প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	বরাদ্দ সাপেক্ষে পৌরসভা/ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তালিকা মোতাবেক হত দরিদ্রদের মাঝে স্যানিটেশন সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ/ অনুমোদিত তালিকা মোতাবেক কমিউনিটি ল্যাট্রিন স্থাপন ।	প্রাপ্ত বরাদ্দ মোতাবেক	দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ/স্থাপন	জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ ।

৬	নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশ/ল্যাট্রিনের রিং-স্ল্যাব সরবরাহ	অফিস সহকারী (সিসিটি)	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশ/ রিং-স্ল্যাব সরবরাহ করা হয়।	প্রয়োজনীয় মজুদ সাপেক্ষে সার্বক্ষণিক	রিং-স্ল্যাব ও নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশের অনুমোদিত মূল্য তালিকা প্রতিটি অফিসে সংরক্ষিত আছে।	উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী / উপ-সহ: প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য) এর নিকট লিখিত অভিযোগ করতে হবে।
৭	উদ্বুদ্ধকরণ	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী/নলকূপ মেকানিক	সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বিধি পালন সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।	বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী	বিনামূল্যে	জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ ।
৮	সরকারী নলকূপ সমূহের তত্ত্বাবধায়কগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও রেঞ্জ সরবরাহ	সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহ: প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	নলকূপ স্থাপন কাজ সমাপ্তির পর সরকারী নলকূপ সমূহের তত্ত্বাবধায়কগনকে নলকূপ মেরামত সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বরাদ্দ সাপেক্ষে রেঞ্জ সরবরাহ।	নলকূপ স্থাপন কাজ সমাপ্তির ২৮ কর্ম দিবসের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বরাদ্দ সাপেক্ষে প্রশিক্ষণের সাথে সাথে রেঞ্জ সরবরাহ	প্রকল্পে সংস্থান থাকা সাপেক্ষে	জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট লিখিত অভিযোগ

৯	কারিগরি সহায়তা	সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী / উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহ: প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌর এলাকায় পৌরসভা সমূহকে চাহিদার প্রেক্ষিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সকল সরকারী-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের আবেদনের প্রেক্ষিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়।	৭ কর্ম দিবস	বিনামূল্যে	নির্বাহী প্রকৌশলীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী

২.০ সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

২.১ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল:

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন জনগণের মৌলিক অধিকার, এদেশের জনগণের নিকট উক্ত মৌলিক সেবা পৌছানোর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) সর্বদাই নিয়োজিত। বর্তমানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর সাংগঠনিক কাঠামোয় স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম ও আউট সোর্সিং মঞ্জুরীকৃত ৬৮৯৮ টি পদ রয়েছে। এর বিপরীতে সদর দপ্তর পর্যায়ে, আঞ্চলিক পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে এবং উপজেলা পর্যায়ে মোট ৫০৮৩ জন জনবল নিয়োজিত থেকে জনসেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

একজন প্রধান প্রকৌশলীর নের্তৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। প্রধান প্রকৌশলীর পরবর্তী ধাপে ৩ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত, পরিকল্পনা ও পানি সম্পদ) নিয়োজিত আছেন। তৎপরবর্তী ধাপে মাঠ পর্যায়ে ৯টি (ঢাকা, চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগ্রাম, সিলেট , বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর) সার্কেলের প্রতিটিতে ১জন করে তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং সদর দপ্তর পর্যায়ে ৫টি (পরিকল্পনা, ভান্ডার, পানির গুনগত মান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ, গ্রাউন্ড ওয়াটার ও ফিজিবিলিটি স্টাডি) সার্কেলে একজন করে তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা পর্যায়ে প্রতিটি জেলায় একজন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রতি ২টি উপজেলায় ১ জন সহকারী প্রকৌশলী এবং প্রতিটি উপজেলায় ১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী দায়িত্ব পালন করছেন।

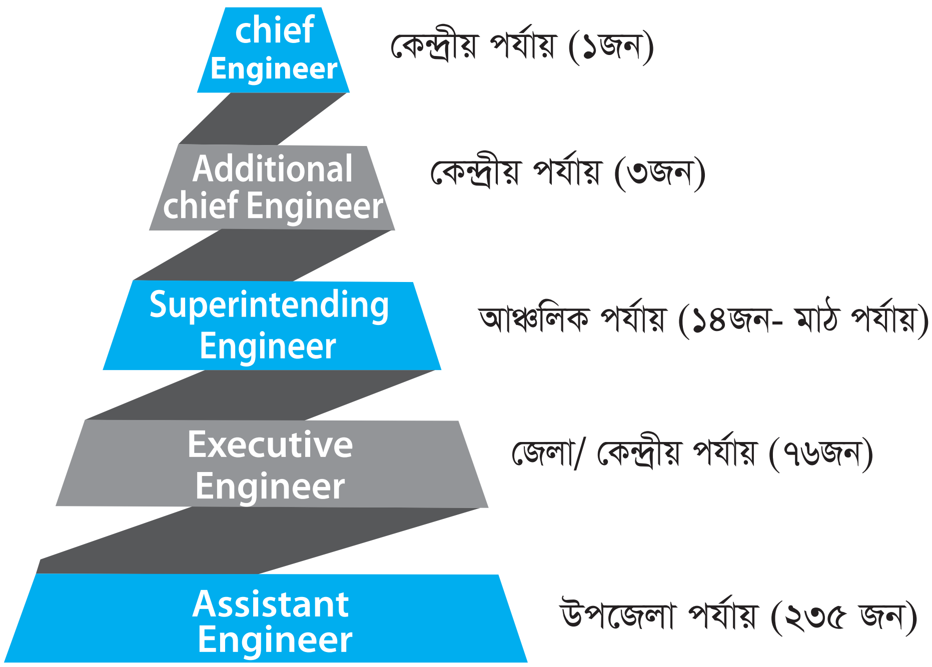

২.২ অধিক্ষেত্র এলাকা (Area of Jurisdiction)

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী "অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী" এবং সদর প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীবৃন্দের অধিক্ষেত্র এলাকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	নিয়ন্ত্রণকারী		অধিক্ষেত্র এলাকা (Area of Jurisdiction)
১।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)	১।	পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।
		২।	ভান্ডার সার্কেল, ঢাকা।
		৩।	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন সার্কেল, ঢাকা।
২।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানি সম্পদ)	১।	গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল।
		২।	ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং এন্ড সার্ভিল্যান্স সার্কেল।
৩।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত)	১।	জোনাল সার্কেল সমূহ। (ঢাকা, চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগ্রাম, সিলেট , বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর)
৪।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা সার্কেল)	১।	পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
		২।	প্রোগ্রাম এন্ড কোঅর্ডিনেশন ডিভিশন, ঢাকা।
		৩।	এমআইএস ইউনিট, ঢাকা।
		৪।	জিআইএস ইউনিট, ঢাকা।
৫।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (স্টোর সার্কেল), ঢাকা।	১।	সেন্ট্রাল স্টোর বিভাগ, ঢাকা।
		২।	ভান্ডার বিভাগ, চট্রগ্রাম।
		৩।	ভান্ডার বিভাগ, খুলনা।
৬।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিজাইন সার্কেল), ঢাকা।	১।	ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা।
		২।	এসআইআর বিভাগ, ঢাকা।
৭।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল), ঢাকা।	১।	গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগ, ঢাকা।
		২।	মেকানিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগ, ঢাকা।
		৩।	আর্সেনিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ঢাকা।
৮।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং এন্ড সার্ভিল্যান্স সার্কেল), ঢাকা।	১।	কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি।
		২।	১৩টি জোনাল ল্যাবরেটরি (কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, খুলনা, নোয়াখালী, ঝিনাইদহ, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, বগুড়া, টঙ্গী , রাঙ্গামাটি,গোপালগঞ্জ)

২.৩ সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram):

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram) নিচে দেখানো হলো:

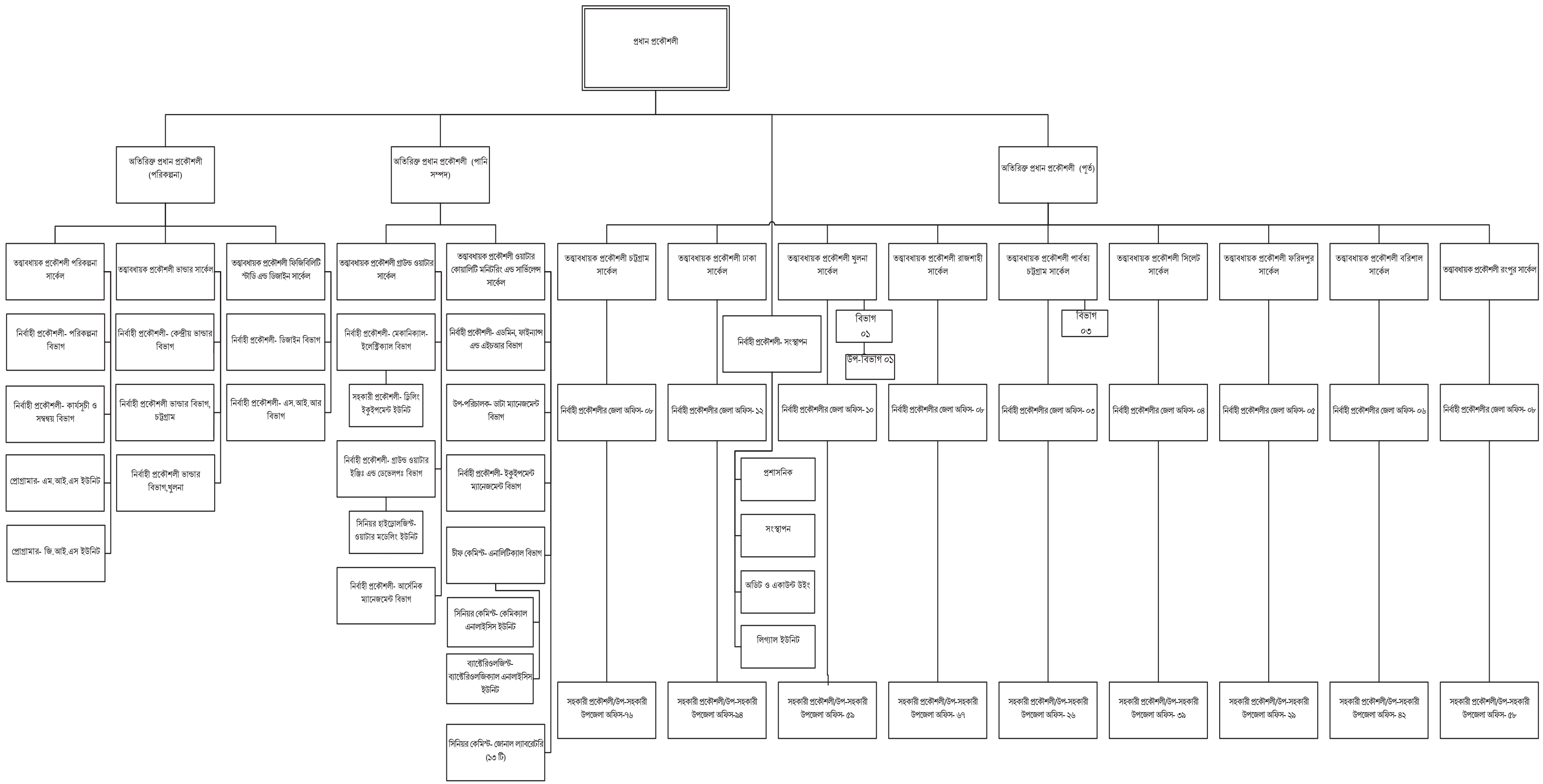

২.৪ জনবল:

এ অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম রাজস্ব ও আউটসোর্সিং মঞ্জুরীকৃত মোট পদের সংখ্যা ৬৮৯৮ টি । জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের রাজস্ব (স্থায়ী রাজস্ব, অস্থায়ী রাজস্ব, ওয়ান টাইম অস্থায়ী রাজস্ব) খাতের পদের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	বেতন স্কেল	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা			মোট
				স্থায়ী রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	আউট সোর্সিং	
ক. প্রথম শ্রেণি							
১	প্রধান প্রকৌশলী	১	৭৮০০০	১	০	০	১
২	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	৩	৫৬৫০০-৭৪৪০০	৩	০	০	৩
৩	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪	৫০০০০-৭১২০০	১৪	০	০	১৪
৪	প্রধান রসায়নবিদ	৪	৫০০০০-৭১২০০	০	১	০	১
৫	উপ-পরিচালক	৫	৪৩০০০-৬৯৮৫০	০	১	০	১
৬	নির্বাহী প্রকৌশলী	৫	৪৩০০০-৬৯৮৫০	৭৬	১	০	৭৭
৭	সিনিয়র রসায়নবিদ	৫	৪৩০০০-৬৯৮৫০	১২	০	০	১২
৮	সিঃ সোস্যাল ডেভেঃ অফিসার	৫	৪৩০০০-৬৯৮৫০	১	০	০	১
৯	প্রোগ্রামার	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০	২	০	০	২
১০	রসায়নবিদ (AAS/IC/GC)	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০	০	২	০	২
১১	সিনিয়র ব্যাকটোরিয়োলজিস্ট	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০	০	১	০	১
১২	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০	০	৭০	০	৭০
১৩	সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০	৬	৩	০	৯
১৪	সহকারী পরিচালক (GIS/MIS)	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০	০	২	০	২
১৫	লিগ্যাল অফিসার	৭	২৯০০০-৬৩৪১০	০	১	০	১
১৬	সিনিয়র হাইড্রোজিওলজিস্ট	৭	২৯০০০-৬৩৪১০	৩	০	০	৩
১৭	সিনিয়র রসায়নবিদ	৮	২৩০০০-৫৫৪৭০	১	০	০	১
১৮	জুনিয়র কেমিস্ট	৯	২২০০০-৫৩০৬০	১১	০	০	১১
১৯	জুনিঃ সোস্যাল ডেভেঃ অফিসার	৯	২২০০০-৫৩০৬০	৪	০	০	৪
২০	জুনিয়র হাইড্রোজিওলজিস্ট	৯	২২০০০-৫৩০৬০	৩	০		৩
২১	প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	৯	২২০০০-৫৩০৬০	১	১	০	২
২২	ব্যাকটরিয়োলজিস্ট	৯	২২০০০-৫৩০৬০	০	১	০	১
২৩	ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	৯	২২০০০-৫৩০৬০	১	০	০	১
২৪	সহকারী প্রকৌশলী	৯	২২০০০-৫৩০৬০	২৩৫	৪৮	০	২৮৩
২৫	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	২২০০০-৫৩০৬০	১	০	০	১
২৬	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	৯	২২০০০-৫৩০৬০	১	০	০	১
			প্রথম শ্রেণী মোট	**৩৭৬**	**১৩২**	**০**	**৫০৮**
খ. দ্বিতীয় শ্রেণি							

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	বেতন স্কেল	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা			মোট
				স্থায়ী রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	আউট সোর্সিং	
২৭	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	৪৮৯	৩৪	০	৫২৩
২৮	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	১	০	০	১
২৯	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) বৈদ্যুতিক	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	০	১	০	১
৩০	ওভারশিয়ার	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	১	০	০	১
৩১	টেকনিক্যাল সুপারভাইজার	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	২	০	০	২
৩২	নক্সাকার	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	৫১	১	০	৫২
৩৩	নমুনা বিশ্লেষক	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	২৫	০	০	২৫
৩৪	প্রাককলনিক	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	৬৪	১	০	৬৫
৩৫	প্রাককলনিক/উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	২	০	০	২
৩৬	প্রধান নক্সাকার	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	৩	২	০	৫
৩৭	প্রধান প্রাককলনিক	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	৪	২	০	৬
৩৮	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	১	০	০	১
৩৯	বিভাগীয় হিসাব রক্ষক	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	০	০	০	০
৪০	মাষ্টার ড্রিলার	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	২	০	০	২
৪১	সুপারভাইজার	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	১	০	০	১
৪২	সুপারভাইজারী টেকনিশিয়ান	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	৪	০	০	৪
৪৩	সহকারী উমেন ডেভেঃ অফিসার	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	১	০	০	১
৪৪	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০	১৬০০০-৩৮৬৪০	১	০	০	১
			দ্বিতীয় শ্রেণী মোট	**৬৫২**	**৪১**	**০**	**৬৯৩**
গ. তৃতীয় শ্রেণি							
৪৫	ফোরম্যান (যান্ত্রিক) বৈদ্যুতিক	১১	১২৫০০-৩০২৩০	০	২	০	২
৪৬	স্বাস্থ্য প্রশিক্ষক	১১	১২৫০০-৩০২৩০	০	৯	০	৯
৪৭	সহকারী মাষ্টার ড্রিলার	১১	১২৫০০-৩০২৩০	৩	০	০	৩
৪৮	অডিটর	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	০	১	০	১
৪৯	কম্পিউটার অপারেটর	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	১২	৩	০	১৫
৫০	নমুনা সংগ্রহকারী	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	১৮	২	০	২০
৫১	প্রক্ষেপণকারী	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	০	১০	০	১০
৫২	প্রধান সহকারী	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	১০	১	০	১১
৫৩	প্রধান সহকারী / উচ্চমান সহকারী	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	৭২	১	০	৭৩
৫৪	ষাটলিপিকার	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	১	০		১
৫৫	স্টেনোগ্রাফার	১৩	১১০০০-২৬৫৯০	১১	০	০	১১
৫৬	উচ্চমান সহকারী	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	৪	০	০	৪
৫৭	গবেষণা সহকারী	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	০	১	০	১
৫৮	স্টাস্টিক্যাল এসিসটেন্ট	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	১	১	০	২
৫৯	ভান্ডার রক্ষক	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	১	১	০	২
৬০	স্টেনো টাইপিস্ট	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	১	০	০	১

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	বেতন স্কেল	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা			মোট
				স্থায়ী রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	আউট সোর্সিং	
৬১	হিসাব রক্ষক (অধিদপ্তরীয়)	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	১৪	৩	০	১৭
৬২	হিসাব রক্ষক / উচ্চমান সহকারী	১৪	১০২০০-২৪৬৮০	৬৮	০	০	৬৮
৬৩	টেকনিশিয়ান	১৫	৯৭০০-২৩৪৯০	৪	০	০	৪
৬৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	২	২	০	৪
৬৫	এলডিএটি/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	০	১	০	১
৬৬	অফিস সহকারী কাম টাইপিস্ট	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	০	১		১
৬৭	ইলেকট্রিশিয়ান	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	০	২	০	২
৬৮	হিসাব সহকারী / এলডিএ	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৭৪	২	০	৭৬
৬৯	এলডিএ	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৭	০	০	৭
৭০	ক্যাশিয়ার	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৬৯	২	০	৭১
৭১	ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৪১৪	২৮	০	৪৪২
৭২	টাইপিস্ট/কম্পিউটার অপারেটর	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	-২	২	০	০
৭৩	ট্রেসার	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৪	০	০	৪
৭৪	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৬	১১	০	১৭
৭৫	ড্রাইভার	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	২২	১৭	৪০	৭৯
৭৬	স্পীডবোট ড্রাইভার	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	০	১	০	১
৭৭	নিম্নমান সহকারী/টাইপিস্ট	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৫	২	০	৭
৭৮	নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৪	৩	০	৭
৭৯	নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক /ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	০	৪	০	৪
৮০	নিম্নমান সহকারী / মুদ্রাক্ষরিক	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৩৯	০		৩৯
৮১	ব্যক্তিগত সহকারী	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	০	১	০	১
৮২	মুদ্রাক্ষরিক	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	২	০		২
৮৩	সার্ভেয়ার	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	২	০	০	২
৮৪	স্যানিটারী এসিসটেন্ট	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	০	৫	০	৫
৮৫	হিসাব সহকারী	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৯	৪		১৩
৮৬	হিসাব সহকারী / এলডিএ	১৬	৯৩০০-২২৪৯০	৩০	০		৩০
			তৃতীয় শ্রেণী মোট	**৯০৭**	**১২৩**	**৪০**	**১০৭০**
ঘ. চতুর্থ শ্রেণি							
৮৭	টিউবওয়েল মেকানিক	১৭	৯০০০-২১৮০০	৫	০	০	৫
৮৮	নলকূপ মেকানিক	১৭	৯০০০-২১৮০০	৭	৫	০	১২
৮৯	পাম্প ড্রাইভার	১৭	৯০০০-২১৮০০	০	১৩	০	১৩
৯০	মেকানিক	১৭	৯০০০-২১৮০০	১৮৩৫	১১৮	০	১৯৫৩
৯১	ক্যাশ সরকার	১৮	৮৮০০-২১৩১০	২	০	০	২
৯২	ম্যাশন	১৮	৮৮০০-২১৩১০	০	৬৮৮	০	৬৮৮

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	বেতন স্কেল	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা			মোট
				স্থায়ী রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	আউট সোর্সিং	
৯৩	হেলপার	১৮	৮৮০০-২১৩১০	০	১	০	১
৯৪	ডেসপাস রাইডার	১৯	৮৫০০-২০৫৭০	১	০	০	১
৯৫	এম,এল,এস,এস	২০	৮২৫০-২০০১০	১৪৮	১৩	২২	১৮৩
৯৬	গার্ড	২০	৮২৫০-২০০১০	৪	০	০	৪
৯৭	গার্ড/ক্লিনার	২০	৮২৫০-২০০১০	০	৭	০	৭
৯৮	চৌকিদার	২০	৮২৫০-২০০১০	১৭১	০	০	১৭১
৯৯	চৌকিদার/নাইটগার্ড	২০	৮২৫০-২০০১০	২৯৫	২৩	৬	৩২৪
১০০	ট্রিটমেন্ট প্লান্ট অপারেটর	২০	৮২৫০-২০০১০	০	৪	০	৪
১০১	নিরাপত্তা রক্ষী	২০	৮২৫০-২০০১০	০	৩	০	৩
১০২	পিয়ন/এম,এল,এস,এস,	২০	৮২৫০-২০০১০	৩৯১	১৮	৬	৪১৫
১০৩	পরীক্ষাগার ক্লিনার	২০	৮২৫০-২০০১০	০	২	০	২
১০৪	ম্যাসেঞ্জার	২০	৮২৫০-২০০১০	৪	০	০	৪
১০৫	লাইনম্যান	২০	৮২৫০-২০০১০	০	৬	০	৬
১০৬	লাইনম্যান / প্লাম্বার	২০	৮২৫০-২০০১০	০	৩	০	৩
১০৭	লেবার	২০	৮২৫০-২০০১০	০	৮০১	০	৮০১
১০৮	সহকারী পাম্পচালক	২০	৮২৫০-২০০১০	০	৮	০	৮
১০৯	ক্লিনার / ল্যাব ক্লিনার	আউটসোর্সিং		০	০	৪	৪
১১০	গার্ড / চৌকিদার	আউটসোর্সিং		০	০	৮	৮
১১১	প্লাম্বার	আউটসোর্সিং		০	০	১	১
১১২	মেশিন অপারেটর	আউটসোর্সিং		০	০	৩	৩
১১৩	লিফটম্যান	আউটসোর্সিং		০	০	১	১
			চতুর্থ শ্রেণি মোট	**২৮৬৩**	**১৭১৩**	**৫১**	**৪৬২৭**
			সর্বমোট =	**৪৭৯৮**	**২০০৯**	**৯১**	**৬৮৯৮**

বিভিন্ন শ্রেণীর মঞ্জুরীকৃত মোট পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত	সৃষ্ট পদসংখ্যা	শূন্য পদসংখ্যা	**মন্তব্য**
১	১ম শ্রেণী- ৫০৮	২২৭	-	২৮১	
২	২য় শ্রেণী- ৬৯৩	৪৭৬	-	২১৭	
৩	৩য় শ্রেণী- ১০৭০	৬৪১	-	৪২৮	
৪	৪র্থ শ্রেণী- ৪৬২৭	৩৭৩৯	-	৮৮৮	
সর্বমোট =	**৬৮৯৮**	**৫০৮৩**		**১৮১৪**	

২.৫ পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এর সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন, পদোন্নতি এবং শূন্যপদ পূরণে বর্তমান সরকারের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রশাসনিক/প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের কয়েকটি উদাহরন নিম্নে প্রদান করা হলো-

- প্রধান প্রকৌশলী পদে ০১ (এক) জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে ০৩ (তিন) জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী পদে ০ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ৪৭ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে সহকারী প্রকৌশলী নন-ক্যাডার পদে এবং ১১ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে সহকারী প্রকৌশলী ক্যাডার পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ৩য় শ্রেণীর ৩৪৭ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ৪র্থ শ্রেণীর ৯৩ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩.০ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকান্ড

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ শহর ব্যতীত সমগ্র দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা সদর এবং গ্রোথ সেন্টার) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন, নর্দমা ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন) ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে Lead Agency হিসাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

৩.১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে চলমান প্রকল্পের তালিকা:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ কাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প।	ডিসেম্বর ২০১০- জুন ২০১৯	৮৯৯০০.০০
২	গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ।	জুলাই ২০১৩- জুন ২০১৯	১০৩৫২.৯৩
৩	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পানিসরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জানু ২০১৪- জুন ২০১৯	২২৮২৫.২৯
৪	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প।	জানু ২০১৬- ডিসেম্বর ২০১৯	৮৩৯৮৭.১৬
৫	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	জানু ২০১৬- জুন ২০১৯	১৪৯৯৫.৫২
৬	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার	সেপ্টেম্বর ২০১৬- জুন ২০১৯	৩৭৪৫০.৭১
৭	বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।	জানু ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৯	৪৫০৩.৯৯
৮	গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট পৌরসভার পানি	জানু ২০১৭- জুন ২০১৯	১৬৫১৯.৪৪

	সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প।		
৯	রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	জানু ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৯	৪১৯৫.১২
১০	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	জানু ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৯	৪৪০৮.২৫
১১	সাবেক ছিটমহল এলাকাসমূহকে বিশেষ গুরুত্বপ্রদান পূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	জানু ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৯	২৮৭৩.৫২
১২	বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি)	জুলাই ২০১৭- জুন ২০২১	৯৯১৭৩.৪৭
১৩	জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	জানু ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৯	৭৬৮৫.০৭
১৪	নোয়াখলী পৌর সভায়পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ণ	জুলাই ২০১৭- জুন ২০১৯	৪৫৯৩.৯৩
১৫	টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৭- জুন ২০১৯	৪৮৩৮.০১
১৬	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ণ প্রকল্প। (নভেম্বর’২০১৪-জুন’২০২০)	নভেম্বর ২০১৪- জুন ২০২০	৩৯২৮.৮২
১৭	চর উন্নয়ণ ও বসতি স্থাপন-৪ (CDSP-IV) ডিপিএইচই অংশ	জানু ২০১১- ডিসেম্বর ২০১৮	২৪৫৩.২৭
১৮	থান সদর ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প(২য় পর্ব)	জুলাই ২০১২- জুন ২০১৮ (প্রস্তাবিত জুন ২০১৯)	৩১০২৬.২৭
১৯	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প।	জানুয়ারি ২০১৫-জুন ২০১৯	৪৫৩০৮.২১
২০	কক্সবাজার শহরে পানি সরবারাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ণ প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্তে সমীক্ষা	জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৮	১৯৭.৮০
২১	সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ণ প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৮	১৪৯২.০৫
২২	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।	জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৯	৪৫৯৩.৪৬
২৩	Study on Solid and Fecal Sludge Management System & design Railway and	জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০১৮	৩১৪.৭৯

	Waterway of Bangladesh		
২৪	পটুয়াখালী জেলাধীন কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৯	৩৭৮৪.৯৭
২৫	পীরগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণের প্রকল্প	জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৯	১৯৯২.২৬
২৬	পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুকি নিরসন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১	১৯৯০৯৫.৫৪
২৭	অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২০	৮৭৪১৬.৫১
২৮	৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২০	৭১২৬৪.৬২
২৯	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পৌর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প প্রণয়ন।	জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০১৯	৯১০.০০

৪.০ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকান্ড পরিচালনাকারী নীতিমালা

৪.১ নীতিমালাঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকান্ড পরিচালনাকারী নীতিমালার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক	নীতিমালার নাম	বিষয়বস্তু
১	National Policy for Safe Water Supply and Sanitation 1998	পানি সরবরাহ কৌশল (Water Supply Strategy)
		ক. গ্রামীণ পানি সরবরাহ (Rural Water Supply)
		খ. শহুরে পানি সরবরাহ (Urban Water Supply)
২	National Policy for Arsenic Mitigation 2004	আর্সেনিক দূরীকরণ (Arsenic Mitigation)
৩	National Sanitation Strategy 2005	স্যানিটেশন কৌশল (Sanitation Strategy)
		ক. গ্রামীণ স্যানিটেশন (Rural Sanitation)
		খ. শহুরে স্যানিটেশন (Urban Sanitation)
৪	Pro-poor strategy for water and sanitation sector in Bangladesh 2005	
৫	National cost sharing strategy for water supply and sanitation in Bangladesh 2012	
৬	National Strategy for Water and Sanitation, Hard to reach areas of Bangladesh.	
৭	National Vetting Guideline for water supply and sanitation sub-sector in Bangladesh	
৮	National Hygiene Promotion Strategy, 2012	স্বাস্থ্য বিধি
৯	Water Acts, 2013	
১০	Sustainable Development Goal (2015-2030)	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর
11	Arsenic Mitigation Implementation Plan-2018	
12	Feacal Sludge Management Framework	

৪.২ নির্দেশিকা/সহায়িকা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল নিম্নরূপ:

১.	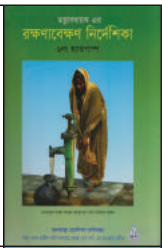	তত্ত্বাবধায়ক এর রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা (৬ নং হ্যান্ড-পাম্প)
২.		তত্ত্বাবধায়ক এর প্রশিক্ষণ সহায়িকা (পি এস এফ)
৩.	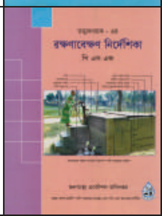	তত্ত্বাবধায়ক এর রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা (পি এস এফ)
৪.		তত্ত্বাবধায়ক এর রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা (রিং-ওয়েল / ডাগওয়েল)
৫.		তত্ত্বাবধায়ক এর রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা (উত্তোলণযোগ্য তারা ডেভহেড পাম্প)
৬.		তত্ত্বাবধায়ক এর রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা (উত্তোলণযোগ্য তারা পাম্প)
৭.	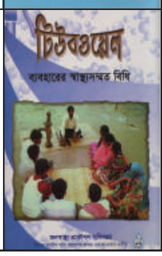	টিউবওয়েল ব্যাবহারের স্বাস্থ্যসম্মত বিধি

৫.০ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আর্থিক তথ্য

৫.১ বাজেট

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের খাত-ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় নিম্নে দেখানো হলোঃ

(অংক-হাজার টাকায়)

খাত	বাজেট ২০১৭-১৮		প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৮-১৯	
সর্বমোট	**৯,৬৩৬,১৭৫**		**১৩,৩৮২,৩৬৩**	
আবর্তক ব্যয়	৩,০২৯,৪৭৫		২,৯৬,০৬১	
উন্নয়ন ব্যয়	৬,৬০৬,৭০০		১০,৪৬৬,৩০২	
	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
	৫,৪২৪,০০০	১,১৮২,৭০০	৯,৪৬১,৯০০	১,০৪,৪০২

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

(অংক-হাজার টাকায়)

খাত	বাজেট ২০১৭-১৮	প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৮-১৯
ক) আবর্তক ব্যয়		
প্রধান কার্যালয়	**৪১৪,৮৪০**	**৩১২,৩৪৩**
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়সমূহ		**১৪৬,৯৬৭**
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়সমূহ	**৮৬৩,৫৬০**	**৬৫২,৭৫৬**
সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়সমূহ	**১,৭৫১,০৭৫**	**১,৮০৩,৯৯৫**
সর্বমোট- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর আবর্তক ব্যয়	**৩,০২৯,৪৭৫**	**২,৯৬,০৬১**

খ) উন্নয়ন বাজেট (অংক-হাজার টাকায়)

প্রজেক্ট কোড	উন্নয়ন	বাজেট ২০১৭-১৮	প্রকৃত ব্যয় ২০১৭-১৮	বাজেট ২০১৮-১৯
৬০০০	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১০৫,৩০০	১০২,৪৯৩	-
৫০৩২	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প (BRWSSP) (সংশোধিত)	৬৩০,০০০	৫৪৪.২৮১	-
৫০৩৬	মংলা পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প	২৩,৭০০	২৩,৬৮২	-
২২৪০৫৩৮০০	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প।	৮০০,০০০	৭৯৯,৬৪৫	৭৫০,০০০
২২৪০৫৩৫০০	গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ।	১৭,৮০০	১৭,৬৫০	১২১,৫০০
২২৪০৫৩৬০০	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৩৮১,৩০০	৩৭৭,৫৮০	৪০০,০০০
৫-৩৭৪১-৫০০০	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প।	১,৫০০,০০০	১,৪৯৪,৬৯৯	১,০০০,০০০
৫০০১	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৪২৬,৪০০	৪,০৭,৯২৯	৩৫০,০০০
২২৪০৪০৩০০	পানিসংরক্ষ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার	২৯৪,৭৫০	১৯৩,৬৫৫	১,০০০,০০০
৫০০৫	বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।	১৫০,০০০	১৫০,০০০	১৫০,০০০
৫০০৬	গোপালগঞ্জ ও বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প।	২০০,০০০	১২৩,২৭০	৭৫০,০০০
৫০০৮	রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	১০০,০০০	৯৬,০০০	১৫০,০০০
৫০০৭	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনপ্রকল্প	১৫০,০০০	১৪৮,৮০০	১৫০,০০০
৫-৩৭৪১-৫০০৯	সাবেক ছিটমহল এলাকাসমূহকে বিশেষ গুরুত্বপ্রদান পূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	১০০,৩০০	৯৫,৮৯০	১০০,০০০
২২৪১৩২৭০০	বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি)	১০,৪০০	৩,০৯৬	৭৫০,০০০

২২৪১৩২৪০০	জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প	২০,০০০	১৪,৬২৩	২৫০,০০০
২২৪১৩২৩০০	নোয়াখলী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ণ	৪০,০০০	৩০,০০০	২৫০,০০০
৫০১২	টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা এবং পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	১৪০,০০০	১৪০,০০০	২৫০,০০০
৫০৪৪	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ণ প্রকল্প।	৫৮,৭০০	৫৮,১৮৩	৮১,৮০০
৫০৩৫	থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)	৬৫৬,০০০	৫৪৯,৬৯৮	৭০০,০০০
২২৪০৫৩৭০০	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প।	৫৩০,০০০	৫২০,৩৬৪	২২৫,০০০
৫০০৪	কক্সবাজার শহরে পানি সরবারাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ণ প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্তে সমীক্ষা	১০,০০০	৪,২৬৭	৯,৮০০
২২৪১৩২৫০০	সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ণ প্রকল্প	৭৬,৩০০	৩৮,১৫০	৭১,৪০০
৫০২১	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।	১৫০,০০০	১৪৭,৫০০	১০০,০০০
৫০১৯	Study on Solid and Fecal Sludge Management System & design Railway and Waterway of Bangladesh	৯,৪৫০	৭,৫০০	১৬,৫০০
২২৪১৪৭৫০২	পটুয়াখালী জেলাধীন কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৫,০০০	-	২০০,০০০
৫-৩৭৪১-৫০২৩	পীরগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণের প্রকল্প	১,০০০	৮০০	১০০,০০০
২২৩০৩০৯০০	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পৌর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প প্রণয়ন।	২০,৩০০	১১,৩৮৩	৭০,৭০০
	সর্বেমোট	**৬,৬০৬,৭০০**	**৬,১৪৫,১৩৮**	**৭,৯৯৬,৭০০**

৫.২ আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা:

সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অডিট বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে। বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট (FAPAD), সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ পূর্ত অডিট (Works Audit) ও বেসামরিক অডিট (Civil Audit) অফিসের সাথে সার্বক্ষণিক সমন্বয়পূর্বক স্ব-স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে অডিট আপত্তির জবাব যথাযথভাবে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকেন। উল্লেখ্য, দ্বি-পক্ষীয়/ত্রি-পক্ষীয়/পিএ কমিটি/ক্রাশ প্রোগ্রাম এর আওতায় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অডিট আপত্তির সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিষয়	জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		জুলাই/১৭-জুন/১৮ সময়কালে উত্থাপিত অডিট আপত্তি		২০১৭-১৮ পর্যন্ত নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির জের	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট (FAPAD)	-	-	-	-	-	-	-	-
২	পূর্ত কাজের অডিট: (Works Audit)	**২০৪১**	**৮৪৬০৪.৩৬**	**০**	**০**	**২২৯**	**৭০২৪৯.৭১**	**৩৪৩০**	**৭৭০৬০.২৪**
৩	বেসামরিক অডিট (Civil Audit)	-	-	-	-	-	-	-	-

৬.০ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পের তথ্য ও অগ্রগতি

৬.১ চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি: (হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থায়নের উৎস / আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্ত বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প জিওবি ৮৯৯০০.০০ লক্ষ ডিসেম্বর ২০১০-জুন/২০১৯	১) বিদ্যামান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ। ২) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতন বৃদ্ধি। ৩) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।	১. উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ- ২. পাম্প হাউজ প্রতিস্থাপন ৩. পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ডায়া) ৪. ওয়াটার পয়েন্ট	২৯ টি ৩৩ টি ৩০০ কিঃমিঃ ৯৬০ টি	৮০০০.০০	৩০ টি ৩১ টি ২১৬ কিঃমিঃ ৮৮৫ টি	৭,৯৯৬.৪৫
২	গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ ১০৩৫২.৯৩ লক্ষ জুলাই/২০১৩-জুন/২০১৯	১) আর্সেনিক আক্রান্ত যেসব এলাকায় পাথুরে মাটির কারণে গভীর নলকূপ খনন করা কষ্টসাধ্য, সেসব এলাকায় গভীর নলকূপ খনন করা। ২) গভীর নলকূপ কনন প্রযুক্তিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। ৩) প্রকল্প এলাকাঃ মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ি, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া/মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা জেলাসমূহের পৌর এলাকা ও বিভিন্ন গ্রাম।	১. হ্যান্ড টিউবওয়েল স্থাপন ২. উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	১ টি ১ টি	১৭৮.০০	- -	১৭৬.৫০
৩	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথসেন্টারে পানি সরবরাহ এবং এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্প ২২৮৮২৫.২৯ লক্ষ জানুয়ারি/২০১৪-জুন/২০১৯	১) বিদ্যামান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ। ২) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি। ৩) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন ২. পাইপ লাইন স্থাপন/বিভিন্ন ব্যাসের), কিঃমিঃ ৩. উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, ৪. পাম্প হাউজ নির্মাণ ৫. পানির উৎস ৬. গৃহ সংযোগ	৪০ টি ১০০ কিঃমিঃ ২০ টি ১৬ টি ৬২৫ টি ৪৪০০ টি	৩৮১৩.০০	৪০টি ১৭০ কিঃমিঃ ২০ টি ১৮ টি ৪৫০ টি	৩৭৭৫.৮০
৪	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ৮৩৯৮৭.১৬ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৬-ডিসেম্বর/২০১৯	সমগ্র দেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানি বাহিত এবং পানি সংক্রান্ত রোগ-হ্রাস করে গ্রামীণ জনগণের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানে রাখা, নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ কভারেজ বৃদ্ধি করণ এবং প্রকৃতিক ক্ষয়ক্ষতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ও অন্যান্য সমস্যার সময় পানি সরবরাহের কভারেজ টিকিয়ে রাখা।	১. বিভিন্ন ধরনের নলকূপ	১৮২৯৮ টি	১৫০০০.০০	২৭৪২৯ টি	১৪৯৪৬.৯৯
৫	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) ১৪৯৯৫.৫২ লক্ষ মার্চ/২০১৬-জুন/২০১৯	১) চরম দুর্গম এলাকা হিসেবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর জন্য পানি সরবরাহ কর। ২) হাওড়, উপকূলীয় এলাকা, বন্যা প্রবণ এলাকা এবং পাহাড়ি এলাকায় টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা। ৩) উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় কমি্িুনিটি ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি লোকজনের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্্যথা নিশ্চিত করা। ৪) সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্য়ার মান উন্নয়ন করা। ৫)সকলের জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব আরাপ করা।	১. কমিউনিটি জনগণের জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সহ টয়লেট নির্মাণ ২. পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ৩. স্বল্প মূল্যের স্যানিটারি সেট নির্মাণ ৪. ইকো-সান টয়লেট নির্মাণ	৩৮০ টি ১৭ টি ৬০০০০ টি ৬০ টি	৪২৬৪.০০	৩০৫ টি ১৩ টি ৫৫০০০ টি ৩০ টি	৪০৭৯.২৯
৬	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার ৩৭৪৫০.৭১ লক্ষ	পুকুর/জলাধার সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়নসহ টেকসই ও সুন্দর পরিবেশ গঠনে সাহায্য করা। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস করা ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানিস্তরের উচ্চতা-হ্রাসকরন কমিয়ে আনা। পানিবাহিত ও পানীয় জল সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনার মাধ্যমে গ্রামীন জনসাধারণের সামগ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।পিএসএফ স্থাপন সহ পুকুর সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীন পানি সরবরাহ	১. পুকুর পুনঃখনন স্কীম	৮০ টি	২৯৪৭.৫০	১০৪ টি	১৯৩৬.৫৫

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থায়নের উৎস / আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্ত বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
		কভারেজ বাড়ানো।					
৭	বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৪৫০৩.৯৯ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৯	নিরাপদ পানি সরবরাহ	১. গভীর নলকূপ (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত) ২.রিং ওয়েল তৈরী	১০০০ টি ২১০ টি	১৫০০.০০	১০০০ টি ২১৫ টি	১৫০০.০০
৮	গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প ৪১৯৫.১২ লক্ষ জানুয়ারি/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৯	১) প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা, ২) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার পানি সরবরাহের আওতা বৃদ্ধি করা। ৩) পৌরসভার পয়ঃনিস্কাশন ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা। ৪) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন শাখাসহ পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	১.ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ লাইন (বিভিন্ন ডায়া) ২. পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৮ কিঃমিঃ ৫ টি	২০০০.০০	২৪ কিঃমিঃ ৫ টি	১২৩২.৭০
৯	রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প ৪১৯৫.১২ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৯	প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারনের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা।	১. গভীর নলকূপ (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত) ২. রিং ওয়েল তৈরী (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত)	৩৭০ টি ৬৯ টি	১০০০.০০	৩৭০ টি ৬৯ টি	৯৬০.০০
১০	খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় গ্রামীণ এলাকার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ৪৪০৮.২৫ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৯	প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা।	১. গভীর নলকূপ (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত) ২. রিং ওয়েল তৈরী (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত) ৩. পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সহ কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ	৫৪৫ টি ৯৫ টি ১২ টি	১৫০০.০০	৫৯২ টি ৯৮ টি ১২ টি	১৪৮৮.০০
১১	সাবেক ছিটমহল এলাকা সমূহকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ২৮৭৩.৫২ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৬-ডিসেম্বর/২০১৯	Overall objective of this project is to fostering economic development for improving people's living standard in Lalmonirhat, Kurigram, Panchagarh and Nilphamari District Including the Ex Enclave areasof Bangladesh through increasing their access to safe drinking water and sanitation facilities.	১.অগভীর নলকূপ (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত) ২.ডাগ ওয়েল (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত) ৩. উন্নত স্যানিটারি টয়লেট নির্মাণ	১৬০০ টি ৩০০ টি ২৩২০ টি	১০০৩.০০	১৯৫০ টি ২৫০ টি ২৫৩০ টি	৯৫৮.৯০
১২	বাংলাদেশের ২৩ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ৯৯১৭৩.৪৭ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০২১	১) প্রকল্পভূক্ত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা করা। ২) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, ৩) পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পৌরসভার মাধ্যমে সাসটেইনেবল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন পদ্ধতি উন্নয়ন করা।	১. অফিস আপগ্রেডেশন	১ টি আংশিক	১০৪.০০	১ টি আংশিক	৩০.৯৬
১৩	জামালপুর জেলার তিনটি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প ৭৬৮৫.০৭ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৮	১) প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য সুপেয় পানি ও গৃহস্থলির কাজে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ২) পাইপ লাইন নেটওর্য়াকের মাধ্যমে পৌর এলাকার নিরাপদ পানি সরবরাহ করনসহ কভারেজ বৃদ্ধি করণ, ৩) পাবলিক প্লেস ও স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করণ ৪) ড্রেনেজ সুবিধার উন্নতি করন সহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করন	১. পাইপ লাইন ডিস্টিবিউশন (১০০ মিঃমিঃ) ২. পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৩.৬২ কিঃমিঃ ১৩ টি	২০০.০০	১৬ কিঃমিঃ ৮ টি আংশিক	১৪৬.২৩
১৪	নোয়াখালি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প ৪৫৯৩.৯৩ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০১৯	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে নোয়াখালী পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ ২. ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক	৮ টি ৩ টি (আংশিক)	৪০০.০০	৮ টি ২ টি (আংশিক)	৩০০.০০
১৫	টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলা ও পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার	১) টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি	১. উৎপাদক নলকূপ ২. বিতরণ পাইপ লাইন (২০০ মিঃমিঃ ও	২ টি ৪৮ কিঃমিঃ	১৪০০.০০	২ টি ২০ কিঃমিঃ	১৪০০.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থায়নের উৎস / আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্ত বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প ৪৮৩৮.০১ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০১৯	সরবরাহের কভারেজ যথাক্রমে ৭০% ও ৬৫.৬% হতে ১০০% এ উন্নীতকরণ। ২) টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলার গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা। ৪) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্বাধুনিক ব্যবাহর নিশ্চিত করা।	১৫০ মিঃমিঃ ৩.গভীর নলকূপ (৬ নং হাত পাম্প যুক্ত)	 ১২০০ টি		১২০০ টি	
১৬	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প ৩৪০৬.৮৮ লক্ষ নভেম্বর/২০১৪-অক্টোবর/২০১৮	১) বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহের জন্য কম্প্রিহেনসিভ টেকনিক্যাল পাইপলাইন প্রণয়ন। ২) পৌর গ্রামীণ এলাকায় পানির সরবরাহ ব্যবস্থার ডাটাবেইস শক্তিশালীকরণ এবং মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তা কাজে লাগানো।		-	৫৮৭.০০	-	৫৮১.৮৩
১৭	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (CDSP-IV) ডিপিএইচ অংশ জিওবি	১) টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন। ২) প্রকল্পভূক্ত চর এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা। ৩) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়ারিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।	১. পানির উৎস স্থাপন ২. ল্যাট্রিন স্থাপন	২৪০ টি ৫৯৮৭ টি	৫৮০.০০	২৪৫ টি ৫৩৩৭ টি	৩৯৬.৫৯
১৮	থানা সদর ও গ্রোথসেন্টারে অবস্থিত পৌরসভা সমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব) জিওবি ৩১০২৬.২৭ লক্ষ জুলাই/২০১২-জুন/২০১৮	১) প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতকরণ। ২) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশসম্মত স্যানিটেশনের মাধ্যমে ডায়ারিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ হ্রাসকরন।	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন ২. পানির উৎস স্থাপন ৩. উৎপাদক নলকূপ স্থাপন ৪. পাম্প হাউস নির্মাণ ৫. পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ডায়া) ৬. পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ৭. পানি শোধনাগার (আংশিক)	৩০ টি ১৮২ টি ৮ টি ৪০ টি ২৪০ কিঃমিঃ ০৫ টি ১৮ টি	৭৫০০.০০	১৯ টি ১২০ টি ৪ টি ৩৪ টি ২৫০ কিঃমিঃ ২ টি ১৭ টি	৫৪৯৬.৯৮
১৯	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প ৪৫৩০৮.২১ লক্ষ জানুয়ারি /২০১৫-জুন//২০১৮	আর্সেনিক, লবনাক্ততা, পানির দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে এমন এলাকা সমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ হতদরিদ্র জনগণের মধ্যে পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্যবিধি ব্যাপক প্রচার ঘটানো এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার, হ্রাস করণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখা।	১. বিভিন্ন ধরনের নলকূপ ২. পানি শোধনাগার ৩. শেয়ারড্ ল্যাট্রিন	৬৬৬ টি ০২ টি ২০২৫ টি	৫৩০০.০০	৬৬৬ টি ০২ টি ২০২৫ টি	৫২০৩.৬৪
২০	কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভবতা যাচাই ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত সমীক্ষা প্রকল্প ১৯৭.৮০ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৮	কক্সবাজার শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর সম্ভাব্যতা যাচাই ও উন্নয়ন	১. Exploratory Drilling	০৫ টি	১০০.০০	০৫ টি	৪২.৬৭
২১	সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন প্রকল্প ৪৫৯৩.৪৬ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৮	১) পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা। ২) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়ারিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগ-ব্যাধি কমিয়ে আনা।	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন ২. উৎপাদক নলকূপ স্থাপন ৩. পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের)	৮ টি ৪ টি ৫০ কিঃমিঃ	৭৬৩.০০	৮ টি ২ টি আংশিক	৩৮১.৫০
২২	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী এলাকার নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৪৫৯৩.৪৬ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০১৯	লবনাক্ত ও আর্সেনিক প্রবন এলাকা ও সুবিধা বঞ্চিত খুলনা, বাগেরহাট, ও সাতক্ষীরা জেরার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।	১. রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ২. পিএসএফ ৩. গভীর নলকূপ স্থাপন ৪. পাইপ লাইন (বিভিন্ন ব্যাসের)	১৭৩০ টি ৩০ টি ৪৫০ টি ১৫ কিঃমিঃ	১৫০০.০০	৩৩৫০ টি - - -	১৪৭৫.০০
২৩	স্টাডি অন সলিড এন্ড ফিক্যাল প্লাজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এন্ড ডিজাইন ইন রেলওয়ে এন্ড ওয়াটারওয়ে ইন বাংলাদেশ প্রকল্প ৩১৪.৭৯ লক্ষ জুলাই/২০১৭-ডিসেম্বর/২০১৮	১) বাংলাদেশের জলপথ ও রেলপথের বর্তমান কঠিন বর্জ্য এবং মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল্যায়ন। ২) জলপথ ও রেলপথের জন্য বিদ্যামান আইনগত ও পলিসিগত ফ্রেমওয়ার্ক পর্যালোচনা। ৩) ট্রেন, লঞ্চ ও ফেরীর কঠিন বর্জ্য এবং মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপরসম্ভাব্যতার উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন। ৪) জলপথ ও রেলপথের জন্য কঠিন বর্জ্য এবং মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে যতাযথ		-	৯৪.৫০	-	75.00

ক্রম	প্রকল্পের নাম / অর্থায়নের উৎস / আর্থিক সংশ্লেষ / সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	চলতি অর্ত বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
		প্রযুক্তি নিরুপন।					
২৪	পটুয়াখালী জেলঅধীন কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প ৩৭৮৪.৯৭০ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০১৯	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পটুয়াখালী জেরাধীন কুয়াকাটা পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই।	১.ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক ২.পরীক্ষামূলক নলকূপ ৩. বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন	১ টি ৬ টি ৪৯ কিঃমিঃ ২০০ টি	৫০.০০%	- - - -	০.০০
২৫	পীরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প ১৯৯২.২৬ লক্ষ জুলাই/২০১৭-জুন/২০১৯	১) পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই কভারেজ ০% থেকে ৪০% এ উন্নীতকরণ। ২) জনসমাগমের স্থানে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা। ৩) পয়ঃনিস্কাশন সুবিধাদির উন্নয়ন	১. পরীক্ষামূলক নলকূপ	৩ টি	১০.০০%	-	৮.০০
২৬	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য মানব সম্পদ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প জিওবি ৩৬৪৭.০০ লক্ষ জুলাই/২০০৭-জুন/২০১৮	বিসিএস জনস্বাস্থের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবলকে নিয়মিত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।	১. HRD সেন্টার নির্মাণ, ব.মি.		১০৫৩.০০	১৫৫৩.০০	১০২৪.৯৩
২৭	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প আইডিএ ৩৮৪১২.১৯ লক্ষ জুলাই/২০১২-জুন/২০১৮	১) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও প্রাাইভেট স্পন্সরদের সম্পৃক্ত করে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকরণ। ২) উচ্চ লবনাক্ত ও আর্সেনিক সমস্যাযুকত্ ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন করে নন পাইপড ওয়াটার সাপ্লইন সিস্টেম নির্মাণ করা। ৩) নির্বাচিত ইউনিয়নের অতি দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কম খরচে ল্যাট্রিন নির্মাণ করা।	১. গ্রামীন পাইপড ওয়াটার স্কীম নির্মাণ ২. আর্সেনিক ও লবনাক্ত এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন ৩. স্বল্পমূল্যের ল্যাট্রিন নির্মাণ	৩৭ টি ৪১৯৫ টি ৫৩৬৭ টি	৬৩০.০০	৩৭ টি ৪১৯৫ টি ৫৩৬৭ টি	৫৮৮৮.৮১
২৮	মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ২১৩৮.৩২ লক্ষ জুলাই/২০১৩-জুন/২০১৮	প্রকল্প এলাকার স্থাপনা সমূহের সম্প্রসারণ ও পুর্নবাসন এবং জনগণের মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধি করণের মাধ্যমে জনগণের জীবন মান ও সার্বিক পরিবেশের উন্নয়ন	১. পানি শোধনাগার ২. ইস্পাউন্ডিং রির্জাভার	১ টি ১ টি	২৩৭.০০	১ টি ১ টি	২৩৬.৮৩
২৯	প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পৌর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প প্রণয়ন ৯১০.০০ লক্ষ জানুয়ারী/২০১৮-জুন/২০১৯	১) নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করণ। ২) নির্বাচিত পৌরসভা সমূহের সমীক্ষা প্রতিবেদন ও বিস্তারিত ড্রইং-ডিজাইন প্রস্তুত করণ। ৩) প্রস্তাবিত বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতিমূলক কাকার্যক্রম সম্পন্ন করণ।	১. পৌরসভার জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি এনভায়রনমেন্টাল ব্যবস্থাপনা	১ টি আংশিক	২০৩.০০	১ টি আংশিক	১১৩.৮৩

৭.০ তথ্য প্রাপ্তি ও আপীল সংক্রান্ত তথ্য:

৭.১ তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন ফরম:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীকে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর তফসিলে বর্নিত ফরম "ক" অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে আবেদন করতে পারবেন। ফরম "ক" পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হলো।

৭.২ তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য:

২০১৭-১৮ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ	মন্তব্য
১	তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনের সংখ্যা	৪	
২	আবেদনে প্রার্থিত তথ্যের বিবরণ		
৩	আবেদনের বর্তমান অবস্থা		

৭.৩ তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

প্রোগ্রামার
এম আই এস ইউনিট,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী,কাকরাইল,ঢাকা।
ফোন: ০২-৯৩৩৭৩২৭
E-mail: programmer@dphe.gov.bd

৭.৪ আপীল আবেদনের জন্য আপীল আবেদনপত্র ফরম:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর তফসিলে বর্নিত ফরম "গ" অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপীল আবেদন করবেন। ফরম "গ" পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হলো।

৭.৫ আপীল আবেদনের তথ্য:

২০১৭-১৮ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে আপীল আবেদনের তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ	মন্তব্য
১	আপীল আবেদনের সংখ্যা	-	
২	আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	-	
৩	আপীল আবেদনের বর্তমান অবস্থা	-	
৪	কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ	-	

৭.৬ আপীল আবেদনের তথ্য:

তথ্য প্রদান ইউনিটের আপীল কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী
পিএন্ডসি বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী, কাকরাইল, ঢাকা।
ফোন: ০২-৯৩৪৩৩৬৩, E-mail:ee.pnc@dphe.gov.bd

৭.৭ বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

ফোকাল পয়েন্ট
নির্বাহী প্রকৌশলী
ভান্ডার বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
সেগুন বাগিচা,ঢাকা।
ফোন: ০২-৯৫৫৩১০৭, E-mail: ee.storedhaka@dphe.gov.bd
২০১৭-১৮ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে পুঞ্জীকৃত মোট বিভাগীয় মামলা	২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা			বর্তমানে অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরি চ্যুতি/ বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	
১	২	৩	৪	৫
৯ টি	-	২ টি	-	৭ টি

৭.৮ ই-ডাউনলোডঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট (Website) www.dphe.gov.bd –এ ডাউনলোডের জন্য যে সমস্ত ডকুমেন্ট (Document) দেয়া আছে তার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রম	বিষয়	ডকুমেন্ট টাইপ	ওয়েবসাইট লিঙ্ক
১	সাংগঠনিক কাঠামো/ Organogram	পিডিএফ (*.pdf)	http://www.dphe.gov.bd/download/organogram.pdf
২	বার্ষিক প্রতিবেদন (Annual Report)	পিডিএফ (*.pdf)	https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=127
৩	নিউজলেটার	পিডিএফ (*.pdf)	https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=128
৪	প্রকাশনা সমূহ	পিডিএফ (*.pdf)	https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=129
৫	Caretaker's Maintanance / Training Manual	পিডিএফ (*.pdf)	https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=192
৬	Water Points Status Reports	পিডিএফ (*.pdf)	https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=190
৭	National Policy for Safe Water Supply and Sanitation 1998	পিডিএফ (*.pdf)	http://www.dphe.gov.bd/pdf/National-Policy-for-Safe-Water-Supply-&-Sanitation-1998.pdf
৮	National Policy for Arsenic Mitigation 2004	পিডিএফ (*.pdf)	http://www.dphe.gov.bd/pdf/National-Policy-for-Arsenic-Mitigation-2004.pdf
৯	National Sanitation Strategy (2005)	পিডিএফ (*.pdf)	http://www.dphe.gov.bd/pdf/MR11_SanitationStrategy.pdf
১০	Union Wise Water Technology Mapping – [Dhaka Circle]"- November-2008	পিডিএফ (*.pdf)	http://www.dphe.gov.bd/pdf/publications/UnionWiseWaterTechnologyMapping_Dhaka.pdf
১১	Union Wise Water Technology Mapping	পিডিএফ (*.pdf)	https://www.dphe.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=129
১২	Application Format for Tubewell	পিডিএফ (*.pdf)	https://www.dphe.gov.bd/download/TW-%20Appliction.pdf

৮.০ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত গ্রামীণ ও পৌর পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম

পানি সরবরাহ

৮.১ গ্রামীণ পানি সরবরাহ

বাংলাদেশের গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা মূলতঃ ভূ-গর্ভস্থ উৎস-নির্ভর। নব্বই দশকের প্রথমার্ধে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ পরিলক্ষিত হওয়ার কারণে নিরাপদ পানি সরবরাহ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতির কারণে নিরাপদ পানি সরবরাহ কভারেজ ২০০১ সালে ৯% হতে ৭৪% এ নেমে আসে।

বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৮৮ জনের জন্য একটি সরকারী নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ নিরাপদ পানি পান করে। গ্রামঞ্চলে পানি সরবরাহের স্বীকৃত মান হল যে কোন আবাস গৃহের ১৫০ মিটার (৫০০ ফুট) এর মধ্যে একটি নিরাপদ খাবার পানির উৎস থাকবে। সে হিসাবে বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৮%। আর্সেনিক আক্রান্ত Unserved এবং Underserved এলাকায় পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত কভারেজ বৃদ্ধি করা যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন চলমান কার্যক্রমের আওতায় জুন/২০১৮ পর্যন্ত গ্রামঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ০৩ লক্ষ ০২ হাজার ৯১ টি পানির উৎস স্থাপন এবং ১২৩ টি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে।

এই সরকারের আমেল ৩৪ টি উন্নয়ন প্রকল্প ও ৪৪ টি কর্মসূচী অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পগুলো সমাপ্ত হওয়ার পর পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৭% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩% এ উন্নীত হবে।

চিত্র ঃ গ্রামীন এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সংগ্রহ

৮.২ পৌর পানি সরবরাহ ঃ

ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পানি সরবরাহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

বর্তমানে ১৩৭ টি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে। অবশিষ্ট পৌরসভায় পয়েন্ট সোর্সে এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানির কভারেজ ৩২% এবং পয়েন্ট সোর্স এর মাধ্যমে অবশিষ্ট পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আছে।

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংস্কার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৪ টি সিটি কর্পোরেশন (সিলেট, বরিশাল, রংপুর, কুমিল্লা) ও ১৩৭ টি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন হলে প্রকল্পভুক্ত পৌর এলাকার ৮০% জনসাধারণ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও নিরাপদ স্যানিটেশনের আওতায় আসবে। ১৫৩ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্থাপনের লক্ষ্যে মাষ্টার-প্লান প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে।

চিত্রঃ লৌহ ও আর্সেনিক বিমুক্তকরণ প্লান্ট

স্যানিটেশন কার্যক্রম

নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন এবং মানবাধিকার। অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা সরাসরি পানিবাহিত ও মলবাহিত রোগ, সংক্রামক রোগ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং পরিবেশ দূষণের সাথে প্রত্যক্ষ এবং জড়িত। তাই বর্তমান সরকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে সরকারে সদিচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে ১৯৯৮ সালে "নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর জাতীয় নীতিমালা" প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সরকারের এই মেয়াদে "জাতীয় স্যানিটেশন কৌশল' ও পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন খাতের সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্ল্যান, ২০১১-২০২৫' প্রণীত হয়েছে। বর্তমান সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বদ্ধপরিকর। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে "পান সরবরাহ ও স্যানিটেশন" বিষয়টিকে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে বেসিক স্যানিটেশন অর্জন ও খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। Joint Monitoring Program (JMP) ২০১৫ অনুযায়ী বাংলাদেশে উন্নত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে ৫৬% জনগণ, শেয়ারড ল্যাট্রিন ব্যবহার করে ৩০% জনগণ, বেসিক ল্যাট্রিন ব্যবহার করে ১৩% জনগণ। স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমসহ সকলের সহযোগীতায় এ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যেগে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবছর অক্টোবর মাসে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস' পালন করা হয়ে থাকে। এছাড়া জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যভ্যাস পরিচর্যা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর ১৫ অক্টোবর সমগ্রদেশব্যপী 'বিশ্ব হাতধোয়া দিবস' পালন করা হয়ে থাকে।

স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০০৮ ও ২০০৯ সালে "বিশ্ব হাতধোয়া দিবস" এ সর্বোচ্চ সংখ্যক স্কুলের শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণে সাবান দিয়ে হাতধোয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ Guinness Book of World Record ভূক্ত হয়েছে। স্যানিটেশন মার্কেটিং এ অবদান রাখার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মর্যাদাপূর্ণ P3 Impact Award 2017 অর্জন করেছে।

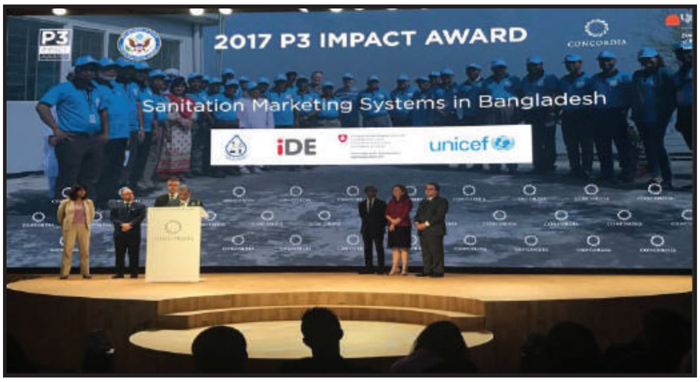

চিত্র ঃ P3 Impact Award 2017, **New York**, U.S.A

৮.৩ গ্রামীণ স্যানিটেশন

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সর্বমোট প্রায় ৬২৯৪৭ টি স্বল্পমূল্যের স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মিত হয়েছে। জুন/২০১৮ মাসে সমগ্র দেশে বেসিক স্যানিটেশন কভারেজ শতকরা ৯৯ ভাগে উন্নীত হয় বিগত ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে দেশব্যাপী জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপিত হয়েছে। জুন/২০১৮ মাসে সমগ্র দেশে বেসিক স্যানিটেশন কভারেজ শতকরা ৯৯ ভাগে উন্নীত হয়। বিগত ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে দেশব্যাপী জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপিত হয়েছে।

চিত্রঃইকো টয়লেট, আলিকদম, বান্দরবান

চিত্রঃস্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নত টয়লেট

৮.৪ পৌর স্যানিটেশন

স্যানিটেশন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ড্রেন নির্মান, পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং একক ল্যাট্রিন নির্মাণ। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৩৬০ টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং ২০২৫ টি শেয়ারড্ ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র ঃ বায়োফিল টয়লেট, কক্সবাজার

চিত্র ঃ তিন তলা টয়লেট বিল্ডিং, টঙ্গি ইজতেমা ময়দান

৯.০ পানি পরীক্ষাগারের কার্যক্রম

স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৯৩ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম পানিতে আর্সেনিক দূষণের ঘটনা ধরা পরে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্যে নিয়োজিত সরকারী সংস্থা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলায় পরীক্ষা চালিয়ে নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণ সনাক্ত করে। বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থা পরিচালিত সর্বশেষ জরীপ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৬১ টি জেলার নলকূপের পানিতেই কম বেশি আর্সেনিকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই লক্ষ্যে পানি পরীক্ষা কার্যক্রম পদ্ধতি শক্তিশালী করণের উদ্যেগ নেওয়া হয়।

বর্তমানে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকসহ অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি পরিমাপের জন্য দেশের ১৪ টি জেলায় স্থাপিত পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান আছে। জাপানের আর্থিক সহায়তায় পানি পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঢাকার কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার ও জোনাল ল্যাবরেটরীগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করে পানির গুণাগুণ পরীক্ষায় বিষয়টি আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার ও জোনাল ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে মোট ৫৫৪৬৫ টি পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

চিত্র ঃ পানির নমুনা পরীক্ষা

চিত্র ঃ পানির Bacteriological পরীক্ষা

সমগ্র বাংলাদেশে সরকারীভাবে স্থাপনকৃত সকল নলকূপের পানির গুণগতমান ডিপিএইচই ল্যাব সমূহের মাধ্যমে পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং উক্ত কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন দাতা সংস্থা, এনজিও, বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপনকৃত নলকূপের পানি ও পরীক্ষা করা হচ্ছে। ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগারে মাধ্যমে পানির ৫৩ টি বৈশিষ্ট্য (parameter)ও জেলা পর্যায়ে অবস্থিত আঞ্চলিক পানি পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পানির ২২ টি বৈশিষ্ট্য (parameter) পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

বিগত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মায়ানমার হতে আগত বাস্তুচ্যুতদের আশ্রয় কেন্দ্র সমূহে স্থাপিত নলকূপের পানি পরীক্ষাকরণের লক্ষ্যে সাময়িকভাবে কক্সবাজার জেলায় পানি পরীক্ষাগার স্থাপন ও কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমানে দেশের ৩৪ টি পৌরসভায় পানির গুনগতমান পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। উক্ত পৌরসভায় সরবরাহকৃত পানির উৎপত্তিস্থল ও গ্রাহক পর্যায়ে পানির নমুনা সংগ্রহ পূর্বক আঞ্চলিক পরীক্ষাগার গুলো বছরে দুইবার পানি পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

Different type of Laboratory tests performed by DPHE central and zonal labs & its fees

Sl. No	Water quality parameters	Unit cost
01	PH (Central + Zonal Lab)	50.00
02	Colour (Central + Zonal Lab)	250.00
03	Temperature (Central Lab Only)	50.00
04	Taste (Central Lab Only)	50.00
05	Odour (Central + Zonal Lab)	50.00
06	Turbidity (Central + Zonal Lab)	50.00
07	Conductivity (Central + Zonal Lab)	50.00
08	Salinity (Central + Zonal Lab)	50.00
09	Alkalinity (HCO3-) (Central + Zonal Lab)	100.00
10	Total Hardness (as CaCO3) (Central + Zonal Lab)	150.00
11	Oxidation-Reduction Potential (ORP) (Central Lab Only)	50.00
12	Total Dissolved Soild (TDS) (Central + Zonal Lab)	50.00
13	Total Suspended Solid (TSS) (Central + Zonal Lab)	150.00
14	Phhosphate (Central + Zonal Lab)	250.00
15	Chlorine(Residual) (Central Lab Only)	150.00
16	Chloride (Central + Zonal Lab)	250.00
17	Iodine (Central + Zonal Lab)	250.00
18	Fluoride (Central + Zonal Lab)	250.00
19	Nitrogen (Amonia) (Central + Zonal Lab)	250.00
20	Nitrogen (Nitrate) (Central + Zonal Lab)	250.00
21	Nitrogen (Nitrate) (Central + Zonal Lab)	250.00
22	Dissolved Oxygen(DO) (Central Lab Only)	50.00
23	Sulfide (Central Lab Only)	250.00
24	Sulfate (Central Lab Only)	250.00
25	Chemical Oxigen Demand(COD) (Central Lab Only)	400.00
26	Biocamical Oxygen Demand(BOD) 5days (Central Lab Only)	450.00
27	Arsenic (Central + Zonal Lab)	450.00
28	Aluminum (Central Lab Only)	450.00
29	Barium (Central Lab Only)	450.00
30	Calcium (Central Lab Only)	450.00
31	Chromium (Central Lab Only)	450.00
32	Cadmium (Central Lab Only)	450.00
33	Copper (Central Lab Only)	450.00

34	Iron (Central + Zonal Lab)	450.00
35	Lead (Central Lab Only)	450.00
36	Manganese (Central + Zonal Lab)	300.00
37	Magnesium (Central Lab Only)	300.00
38	Mercury (Central Lab Only)	500.00
39	Nickel (Central Lab Only)	450.00
40	Potassium (Central Lab Only)	300.00
41	Selenium (Central Lab Only)	450.00
42	Sodium (Central Lab Only)	300.00
43	Zinc (Central Lab Only)	450.00
44	Fecal Coliform (Central + Zonal Lab)	400.00
45	Total Coliform (Central + Zonal Lab)	400.00

১০.০ গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

১০.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আপদকালীন কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরেই এক বা একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, পাহাড় ধস, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাত্রায় আঘাত হানে। এছাড়াও বর্ষা মৌসুমে পাহাড় ধস ও জলাবদ্ধতা জনিত সমস্যা একটি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। এ সময়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার জন্য নিরাপদ পানির চরম সংকট দেখা দেয় এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্যোগকালীন/দুর্যোগের পর দুর্গত এরাকায় নিরাপদ পানীয় জলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাবে দূর্গত এলাকায়/আশ্রয় কেন্দ্রে ডায়ারিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের প্রার্দুর্ভাবে অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ঘটে।

বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপদ্রুত এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তরের বিভিন্ন রকম প্রস্তুতি রয়েছে। এজন্য রয়েছে ৫০ (পঞ্চাশ) টি সহজে স্থানান্তরযোগ্য মিনি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ১৮ টি ভ্রাম্যমান ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, নিরাপদ পানি বহনের জন্য ০৮ টি পানির ট্যাংকার (কারিয়ার), উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য ৩০ টি মোবাইল স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সংগ্রহ করে খুলনায় রাখা হয়েছে এবং উপকূলীয় এলাকায় লনাক্ত পানিকে লবনমুক্ত করে সুপেয় পানি হিসেবে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও যে কোন ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি রয়েছে।

১০.২ মিয়ানমার হতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ শুরু হয় ১৯৭৮ সাল থেকে। ২০১৭ সালের আগ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা ছিল ০৩ লক্ষের মত। ২০১৭ সালের আগষ্ট এর পর থেকে এখন পর্যন্ত এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১১ লক্ষের ও বেশি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেয়া হয় কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলার ৩২ টি ক্যাম্পে। তাদের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের জন্য স্বল্প সময়ের মাঝে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট ৫১০০ টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন, ২২০০ টি অগভীর টিউবওয়েল, ১০০ টি গভীর টিউবওয়েল, ১৫ টি মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়। মহিলাদের গোসলের জন্য ৪ কক্ষ বিশিষ্ট ৬৪০ টি এবং ২ কক্ষ বিশিষ্ট ২০০ টি গোসল খানা নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া রাস্তার পার্শ্ববর্তী ওয়াটার রিজার্ভার (১০০০ লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন) রয়েছে ১১ টি।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অনুদানেঃ

বাংলাদশে সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অনুদানে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্রে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানে প্রায় ৫৮৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে, যা আগামী জুন ২০২১ নাগাদ বাস্তবায়িত হবে। এ প্রকল্পের আওতায় উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় অবস্থিত রোহিঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্র ও স্থানীয় জনগণের জন্য ৪৮ টি মিনি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম, মহিলা ও শিশুদের জন্য ১০০০ টি গোসলখানা, ০৩ টি ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি পরিমোধনাগারসহ পাইপড ওয়াটার সাপ্লই সিস্টেম, ০২ টি সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা হবে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় ০৪ টি রিগ ও ০৭ টি পানি সরবরাহের ট্যাংকারসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে।

বিশ্ব ব্যাংকের অনুদানেঃ

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের ব্যাংকের অনুদানে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্রে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের জন্য ২৬৪.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প সম্প্রতি (৩০-১০-২০১৮ তারিখ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে, যা আগামী নভেম্বর ২০২১ নাগাদ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে। এ প্রকল্পের আওতায় উখিয়া ও টেকনাফ উপজেরায় অবস্থিত রোহিঙ্গা আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসরত জনগ্যেণর জন্য ২৮ টি মিনি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম, ১০০ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ৩৫০০ টি থানাভিত্তিক ল্যাট্রিন, ৪০০ টি নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন ও সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা হবে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় ০৬ টি ভ্যাকু টাগ, ০৩ টি কাভার্ড ভ্যান, ৫টি পানি পরিবহনের জন্য ট্রাক ও ০৪ টি মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টসহ আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে।

তা ছাড়া ইউনিসেফ, জাইকা উক্ত এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যহত রেখেছে।

চিত্র: রোহিঙ্গা শিবিরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত টয়লেট

১১.০ গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতরে চ্যালেঞ্জসমূহ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করতে গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কিছু কার্যক্রম/প্রোগ্রাম পরিচালানার উদ্যেগ নিয়েছে। গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম/প্রোগ্রাম নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

ক) উপকূলীয় অঞ্চলে উন্নত পুকুর পাড়ের বালির ফিল্টার পদ্ধতির পরীক্ষামূলক কার্যক্রম (PSF) (সৌরশক্তি চালিত পাম্পসহ)

২০০৯ সালে অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশের সহায়তায় গবেষণা উন্নয়ন বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, উপকূলীয় অঞ্চলে উন্নত প্রযুক্তির পি এস এফ স্থাপনার উদ্যেগ গ্রহণ করে যা পরবর্তীতে ২০১২-১৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এই উন্নত প্রযুক্তির আওতায় পুকুর হতে ফিল্টার বেডে পানি উত্তোলনের জন্য সৌরশক্তিচালিত পাম্প ব্যবহার করা হয়। এ ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবিরত পানির প্রবাহ বজায় রাখার জন্য পরিশোধিত পানির প্রকোষ্ঠে একটি সেন্সর ও ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত নিয়মে হস্তচালিত নলকূপ দ্বারা কাজটি করা হয়ে থাকে যে ব্যবস্থায় রাখা হয় যার ফলে পানি ব্যবহারকারীরা বিশেষতঃ নারীরা রাতেও পিএসএফ থেকে পানি সংগ্রহ করতে পারে। যশোরে মনিরামপুরে, সাতক্ষীরার আশাশুনি এবং খুলনার কয়রাতে এ ধরনের ২০ ট পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করা হযেছে। প্রতিটি ব্যবস্থা স্থাপন করতে প্রায় ৩.০০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। নিম্নে এই পরীক্ষামূলক পদ্ধতিটির কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো-

চিত্রঃ পিএসএফ

পরবর্তীতে উক্ত ২০ টি পিএসএফ এর কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অীধদপ্তর এর বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য PSF এর নকশায় নিম্নলিখিত পরিবর্তন আনা হয়ঃ

- ফিল্টার ইউনিটে বহিরাগত দূষক অনুপ্রবেশ রোধ করতে এবং সূর্যোলোক প্রবেশ অব্যহত রাখতে ফিল্টার ইউনিটের উপর স্বচ্ছ ফাইবার গ্লাস শিট ব্যবহার করা হয়েছে।
- PSF এ Brick Soling এর পরিবর্তে R.C.C Base ব্যবহার করা হয়েছে।
- পরিশোধন ইউনিটে UV বাতি ব্যবহার করা হয়েছে।
- পুকুরে পানি সংরক্ষণ ট্যাঙ্ক এর উপর ফেরো সিস্টেম স্লাব এর পরিবর্তে CL Sheet Cover ব্যবহার করা হয়েছে।
- প্রচলিত ফোর্স পাম্প এর পরিবর্তে SS ফোর্স পাম্প ব্যবহার করা হয়েছে।
- পানি সংগ্রহ স্থানের প্ল্যাটফর্মে Floor Tiles এর ব্যবহার রাখা হয়েছে।

খ) বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততা অনুপ্রবেশের উপর যৌথ গবেষণাঃ

বাংলাদেশ সরকার, DANIDA, হাইস্যাওয়া, IWM এবং ITN-BUET এর আর্থিক সহায়তায় অক্টোবর, ২০১০ সালে এই যৌথ গবেষণার কাজ শুরু হয়ে জুন, ২০১৫ তে সমাপ্ত হয়। ইন্সটিউন অফ ওয়াটার মডেলিং (আই ডব্লিউ এম) এই কার্যক্রমে সহযোগী পরামর্শক হিসেবে কাজ করে। খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার কিছু অংশে (১০ টি উপজেলার প্রায় ১৫৩৪ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা) এই গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এই গবেষণায় ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ উভয় প্রকার পানির গুণগত মান (বিশেষত, লবনাক্ততা) অনুপ্রবেশের হার নির্ণয় করতে বেসলাইন জরিপ, মিডলাইন জরিপ ও এন্ডলাইন জরিপ পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন স্থানে ৩৬ টি লাইন ওয়েল সহ ৪৫ টি পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন করা হয়, যেগুলো ব্যবহার করে সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অবিরত পর্যবেক্ষণ করা হয়। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে ডিপিএইচই খুলনার পরীক্ষাগারে পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়। কাজীবাছা, গাঙরিল ও কপোতক্ষ নদী তীর বরাবর ও আড়াআড়িভাবে লাইন ওয়েল বরাবর ৮টি অটোমেটিক লেভেল লগার সংযুক্ত করা হয়। এ ছাড়া ও ৩০০টি সরকারী/বেসরকারী নলকূপ বেসলাইন, মিডলাইন ও এন্ডলাইন জরিপের আওতায় আনা হয়। এভাবে সম্পূর্ণ তথ্য ও সম্ভাব্য ব্যবহারযোগ্রতা পরীক্ষা করার জন্য বৈদ্যুতিক লগিং, পাম্পিং টেস্ট ইত্যাদি পরিচালনা করা হয়। এভাবে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহের পর কম্পিউটার ভিত্তিক সিমুউলেশন/মডেলিং ব্যবহার করে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের হারে ব্যাপ্তি ও মাত্রা অনুমান করা হয়। উক্ত পর্যবেক্ষণ হতে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গভীর ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর লবণাক্ত ভূ-উপরিস্থ পানির প্রভাব অতি নগণ্য। কিন্তু অগভীর ভূগর্ভস্থ পানির সাথে ভূ-উপরিস্থ লবণাক্ত পানির পরিবর্তনশীল প্রভাব বিদ্যামান। ২০৫০ সাল নাগাদ, পর্যবেক্ষণাধীন এলাকার বিদ্যামান স্বল্প গভীরতায় স্বাদু পানির পকেট এলাকার শতকরা ৩.৪৪ ভাগ লবণাক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

চিত্রঃ অনুভূমিক স্যালাইন একুইফার বিস্তৃতি।

গ) নওগাঁ জেলার নিম্ন পানির স্তরবাহী এলাকায় হস্তচালিত হাইড্রলিক ও হাইব্রিড পাম্পের পরীক্ষামূলক ব্যবহারঃ

২০১৪ সালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর গবেষণা উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় পাইলটিং হিসেবে নওগাঁর নিম্ন পানির স্তরবাহী এলাকায় হস্তচালিত হাইব্রিড ও হাইড্রোলিক পাম্প স্থান করা হয়। পাইলটিং এর উদ্দেশ্য ছিলো ঐসব এলাকায় শুষ্কমৌসুমে ৬ নং লিফটিং ম্যানুয়েল পাম্পের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা। এই ৩০ মিটার উত্তোলন ক্ষমতা সম্পন্ন ২০ টি নোভিয়া হাইড্রলিক পাম্প (ফ্রান্স হতে আমদানীকৃত) এবং ২০ মিঃ উত্তোলন ক্ষমতা সম্পন্ন ১০ টি স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত হাইব্রিড তারা পাম্প স্থাপন করা হয়। হস্তচালিত ও পাচলিত উভয় প্রকার পাম্প ব্যবহার করা হয় এতে। বর্তমানে এই পাম্পগুলোর মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ব্যাখার পর, এর প্রযুক্তিগত কার্যকারিতা ও সামাজিক গ্রহনযোগ্যতা নিরুপুন করা হবে। নিচের চিত্রগুলোতে মাঠপর্যায়ে স্থাপনকৃত ৩০ মিঃ উত্তোলনকৃত পাম্প এর প্রযুক্তিগত ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে।

চিত্রঃ হস্ত চালিত ও পা চালিত হাইব্রিড ও হাইড্রোলিক পাম্প

২০১৪ সালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় পাইলটিং হিসেবে নওগাঁর নিম্ন পানি স্তরবাহী এলাকায় হস্ত চালিত হাইড্রোলিক পাম্প স্থাপন করা হয়েছিল। হাইড্রোলিক পাম্প স্থাপনের পরে সামাজিক গ্রহনযোগ্যতা নিরুপন করে আরো বৃহৎ স্কেলে পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে দেশের নিম্নে পানি স্তরবাহী এলাকা নওগাঁ, রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এবং গাজীপুর জেলায় হাইড্রোলিক পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। যা শুষ্ক মৌসুমে ৩০ মিটার নিচের স্তর থেকে পানি উত্তোলন করতে সক্ষম।

১২.০ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন কার্যক্রম

১২.১ মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে যেভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে তাতে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। যুগের সাথে তাল মেলানোর জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণ বিভাগ এ সকল তত্ত্বাবধায়ন করে থাকে।
প্রশিক্ষণ সমূহ প্রধানতঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠিত এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মূল বিষয়বস্তু মূলত কারিগরী, আর্থিক ও প্রশাসনিক। এছাড়াও সিপিটিইউ (CPTU) হতে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণের সহায়তায় নভেম্বর ২০১৩ সাল থেকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের সকল নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের পর্যায়ক্রমে ইলেকট্রনিক ট্রেন্ডারিং (e-GP)বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের সকল দরপত্র ইলেক্ট্রনিক টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হচ্ছে। বর্তমান অর্থবছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষক ও অর্থায়নে অত্র দপ্তরের প্রায় ৬০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ই-ফাইলিং ব্যবস্থার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এখন দাপ্তরিক চিঠিপত্র বেশির ভাগ ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে করা হচ্ছে।

এছাড়া ও দেশের অভ্যন্তরে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে অধিদপ্তরের মোট ৯৫৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এবং ২৩ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে।

১২.২ PEDP

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর জুন ২০১৮ সালে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-৩) বাস্তবায়ন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। পিইডিপি-৩ এর অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণের জন্য অবকাঠামো সুবিধা প্রদান করা। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশনের মাধ্যমে উন্নত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী করা। ২০১২ এর জানুয়ারীতে ডিপিই ও ডিপিএইচই এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা অনুসারে পিইডিপি-৩ প্রকল্পের অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশনের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ডিপিএইচই নিম্নোক্ত কাজ করতে অংগীকারবদ্ধ :

- বিশুদ্ধ পানির উৎস সমূহের বাস্তবায়ন, স্থাপন, মেরামত এবং/অথবা পরিবর্তন।
- পানির গুনগতমান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ।
- ওয়াশব্লক নির্মাণ।
- পানির উৎস সমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন।
- ওয়াশব্লকসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন।

প্রথমিক বিদ্যালয় সমূহে নিরাপদ সূপেয় পানি সরবরাহের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের ৬৪ জেলায় ৩৯৩০০ টি বিশুদ্ধ পানির উৎস স্থাপন এবং স্যানিটেশন নিশ্চিতকরনণর জন্য ২৮৫০০ টি ওয়াশব্লক নির্মান করেছে। আজকের শিক্ষার্থী আগামীর ভবিষ্যত। এই ভবিষ্যতের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর। বর্তমানে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-৪), চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়), চাহিদাভিত্তিক সরকারি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়), এই তিনটি প্রকল্পের আওতায় ৪৬০০ টি বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নির্মাণ এবং ১২৫০ টি বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানির উৎস স্থাপন কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক ওয়াশব্লক ও অন্তত একটি নিরাপদ বিশুদ্ধ খাবার পানির উৎস নিশ্চিত করা হবে।

১২.৩ Dhaka Water Conference

দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব এশিয়া ও ডেল্টা কোয়ালিশনভুক্ত অঞ্চলের ২৭টি দেশের দুই দিনব্যাপী 'ঢাকা পানি সম্মেলন ২০১৭' গত ২৯-৩০ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। এবারের পানি সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল "টেকসই উন্নয়নে পানি"। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে খাদ্য নিরাপত্তাসহ এসডিজির ৭টি অভিষ্ঠ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ঢাকায় প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব এশিয়া ও ডেল্টা কোয়ালিশনভুক্ত অঞ্চলের ২৭টি দেশের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ ৮২ জন বিদেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, পানির গুণগতমান, ব্যবহার এবং সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার উপর ৪টি কারিগরি আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনা পর্বসমূহে ৮টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও মতামত নেয়া হয়। ঢাকা ঘোষণা চূড়ান্ত করতে গত ২৮ জুলাই হোটেল সোনারগাঁওতে চারটি থিমেটিক সেশনে বাংলাদেশ, জাপান এবং মায়ানমারের প্রতিনিধিরা তাদের উপস্থাপনা পেশ করেন। ওই সেশনগুলোতে কোয়ালিশনের টার্মস অব রেফারেন্স, নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি, অবজার্ভার, ডেল্টার আয়তন, চেয়ারম্যান নির্বাচন, এর মেয়াদ, সচিবালয় স্থাপন, অ্যাকশন প্লান ও ঢাকা ডিকলারেশন নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় লক্ষ্য করা হয়, সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাবার পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপদ পানির তীব্র অভাব রয়েছে এবং এ সমস্যা মোকাবিলায় একটি সমন্বিত রোডম্যাপ প্রণয়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সঙ্গে সুপারিশক্রমে 'ঢাকা পানি ঘোষণাপত্র' গৃহীত হয়। পানি সংক্রান্ত এ ঢাকা ঘোষণায় বলা হয়, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে পানির গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পানির চাহিদা বাড়ছে কিন্তু নগরায়ন, পানির অদক্ষ ব্যবহার দূষণ, লবণাক্ততা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নিরাপদ পানি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ পানযোগ্য পানি প্রাপ্যতার প্রয়োজনীতার কথা সমর্থন করেন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা। তবে এ জন্য নানারকমের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলেও তারা স্বীকার করেন। এছাড়া ঘোষণায় নগর ও গ্রাম এবং দরিদ্র ও ধনীদের মধ্যে পানি বৈষম্য দূর করার কথা বলা হয়।

চিত্র ঃ ঢাকা পানি সম্মেলন ২০১৭ অনুষ্ঠান

ঘোষণায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গণপরিবহন এবং জনসমাগম স্থলে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধা, দূষণের হাত থেকে ভূ-উপরিভাগ ও ভূ-গর্ভস্থ পানিকে রক্ষা এবং এর গুণগতমান বজায়, পানির অপচয় রোধে কৃষি ও শিল্পখাতে পানির যথাযথ ব্যবহার, আঞ্চলিক সহযোগিতা, ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তু-ব্যবস্থাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা, পানি নিয়ে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ইত্যাদির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সম্মেলনে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়, বিশ্বের দেশগুলোর নীতিনির্ধারক, রাজনীতিক এবং সংশ্লিষ্ট মহলের পরিকল্পনা ও সচেতনতা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা বিশেষ করে পানি সংক্রান্ত এসডিজি-৬ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১২.৪ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা) আওতাভুক্ত অঞ্চলে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে জনস্বাস্থ্য প্রেকৌশল অধিদপ্তর

বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা) নভেম্বর, ২০১০ খ্রিঃ হতে বাংলাদেশের শিল্প সম্ভাবনাময় অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অদ্যাবধি, ৫৫ (পঞ্চান্ন) টি সরকারী ও ১১ (এগার) টি ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক অঞ্চল চিহ্নিত করণ সম্পণ্ন হয়েছে ও উন্নয়ন কার্য পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রকল্পাধীন অঞ্চলে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ১১ই অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্বারক অনুযায়ী উপরিস্থিতি পানি প্রাপ্যতার পরিমাণ নির্ণয়, উৎপাদক ও পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন ও পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের কাজ পরিচালনা করে আসছে। পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণে জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৪ টি , শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৮ টি, সাবরাং ও জালিয়ারদ্বীপ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৮ টি, মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৫ টি, আনোয়ারা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২ টি ও মীরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৭ টি পরীক্ষামূলক নলকূপ এবং কক্সবাজার অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১৪ টি পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৪ টি , মীরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৫ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে এবং নলকূপগুলো চালু করার জন্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান আছে। জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২ টি উৎপাদক নলকূপ নির্মাণ করা হচ্ছে। শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে আরো ২ টি উৎপাদক নলকূপ, ৩০০ ঘনমিটার ভূ-গর্ভস্থ জলাধার এবং জলাধার থেকে ৩.৫ কি:মি: পাইপলাইন নির্মান করা হচ্ছে। এছাড়াও মীরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৩০০ ঘনমিটার ভূ-গর্ভস্থ জলাধার, ট্রান্সমিশন পাইপলাইন স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান আছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সকল সময়ে উন্নয়নের চালিকা শক্তি ও বিনিয়োগের প্রবর্তক হিসেবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর সফল সহযোগী এবং উন্নত ও স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ গড়ায় বদ্ধপরিকর।

অন্যান্যঃ

এছাড়া, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জাইকা সাহায্যপুষ্ট "Project for improvement of Comprehensive Management Capacity of DPHE on Water Supply" (PICMaC-DPHE) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Comprehensive Technical Guideline প্রণয়নের অংশ হিসেবে অক্টোবর/ ২০১৭ সময়কালে প্রকল্পে কর্মরত জাইকা বিশেষজ্ঞ দল ৩টি পাইলট এলাকায় (গাজীপুর, চট্টগ্রাম এবং খুলনা) গমন করেন এবং অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ে মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহন করেন। উক্ত সভায় অত্র অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশেষ করে জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা পর্যায়ের সহকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলীগণ মেকানিকসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসহ Guideline Testing এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়।

১২.৫ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কৌশল

বাংলাদেশর প্রেক্ষাপটে সকলের জন্য টেকসই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করণ অনেক বিশাল একটি চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরে যথেষ্ঠ উন্নতি সাধন করলেও প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা সমূহ যেমন- ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া, ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি, লবণাক্ততা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন- বন্যা, জলোচ্ছাস, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি কারনে এর টেকসইত্ব প্রায়সই হুমকির সম্মুখীন হয়।ফলে বর্তমান সরকার তার বিভিন্ন সেক্টরসমূহে শুধুমাত্র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নয়, অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ধরে রাখার জন্যও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বিগত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর বাস্তবায়নের পরবর্তীতে বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের সময় এসেছে। এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্বতবায়নের মধ্য দিয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ স্যানিটেশন সেক্টরে নেতৃত্বের ভূমিকা আরো জোরদার হবে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহঃ

- সকলের জন্য ২০৩০এর মধ্যে নিরাপদ পানির নিশ্চিত করা।
- সকলের জন্য ২০৩০ এর মধ্যে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং মহিলা-শিশুদের প্রতি বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়ার সাথে সাথে খোলা স্থানে মলত্যাগ রহিতকরণ।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কৌশল সমূহঃ

- নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন সুবিধাসমূহের স্থায়ী ও টেকসই বন্দোবস্ত করা।
- হাইড্রো জিওলজি অনুসারে দুর্গম এবং সমস্যাসংকুল এলাকায় নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা।
- বিভিন্নধরণের স্যানিটেশন ব্যাবস্থার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যাবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- NAWSIC (National Water Supply & Sanitation Information Centre) স্থাপন।
- সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন বেগবান করা এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার রক্ষনাবেক্ষন এবং পরিচালনা ও উন্নতি সাধনের সাথে যোগসূত্র স্থাপন।
- পানির গুনগতমান পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ এবং পরীবিক্ষণ ব্যবস্থা প্রথিষ্ঠা করা।

১৩.০ APA (Annual Performance Agreement):

সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচি যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার আওতাধীন মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের জন্য পৃথক পৃথক নীতিমালা কাঠামো, অনুসরণীয় প্রক্রিয়া এবং কার্যালয়সমূহের জন্য পৃথক নীতিমালা প্রনয়ণ করা হয়েছে। রূপকল্প ২০১১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ২০৩০, ৭ম পঞ্চবার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা এবং সরকারের সার্বিক উন্নয়ন-অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করেছে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করণীয় বিষয়সমূহ (Activities) এবং কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets) বিধৃত রয়েছে। বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮ এর বার্ষিক অর্জন (জুলাই'১৭-জুন'১৮) নিম্নরূপ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮ এর অর্জন (জুলাই ১৭-জুন ১৮)

নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭-১৮	অর্জন (জুলাই ১৭-জুন ১৮)	মন্তব্য
[১]পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা।	[১.১] গ্রামীণ এলাকায় সুপেয় পানির জন্য নলকূপ/ উৎস স্থাপন	[১.১.১] স্থাপিতনলকূপ/ উৎস	সংখ্যা	২২১৭২	৪০০৯১	
		[১.১.২] নির্মিত পরীক্ষামূলক নলকূপ	সংখ্যা	১৯৭	৭৫	
		[১.১.৩] পানির উৎসের তথ্য সংগ্রহ	সংখ্যা	২২১৭২		অর্থবছর শেষে তথ্য সংগ্রহ শুরু হবে
	[১.২]গ্রামীণ এলাকায় পুকুর খনন/পুনঃখনন স্কীম	[১.২.১] খননকৃত/ পুনঃখননকৃত পুকুর	সংখ্যা	৩০০	১৪৩	
	[১.৩]পৌর এলাকায় সুপেয় পানির জন্য নলকূপ/ উৎস স্থাপন	[১.৩.১]স্থাপিত নলকূপ/ উৎস	সংখ্যা	২৬৫	১৪৩৫	
	[১.৪]পৌর এলাকায় উৎপাদক নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	[১.৪.১]স্থাপিত/প্রতিস্থাপিত উৎপাদক নলকূপ	সংখ্যা	৯২	৬৫	
		[১.৪.২] পুনরুজ্জীবিত উৎপাদক নলকূপ	সংখ্যা	৬২	৩০	
		[১.৪.৩]পরীক্ষামূলক নলকূপ	সংখ্যা	১৬২	৬৭	
	[১.৫]পৌরএলাকায় ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ	[১.৫.১] নির্মিত ভূগর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	সংখ্যা	৬(৩০%)+২৬ (২২.৫০%)	১৭ (আংশিক)+ ১১ (আংশিক)+ ১(১০%)	
	[১.৬]পৌরএলাকায় ভূপৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ	[১.৬.১] নির্মিত ভূপৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	সংখ্যা	৫(৪৩%)+৮ (৩০%)	৪ (আংশিক)+ ৬ (আংশিক)	

	[১.৭]পৌরএলাকায় ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ	[১.৭.১] নির্মিত ওভারহেড ট্যাঙ্ক	সংখ্যা	৯(৪২.২২%) +৬(৩০%)	৪ (আংশিক)+ ১(৩০%)	
	[১.৮]পৌরএলাকায় পাম্প হাউজ নির্মাণ	[১.৮.১] নির্মিত পাম্প হাউজ	সংখ্যা	৬৭	৬৫	
	[১.৯]পৌরএলাকায় পাইপলাইনের নিরাপদ পানি সরবরাহ	[১.৯.১]স্থাপনকৃত পাইপলাইন	কি:মি	৬৮৪	৬০৭	
[২] পল্লী ও পৌর এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন	[২.১] পল্লী/পৌরএলাকায় স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন/ ইকো টয়লেট স্থাপন	[২.১.১] নির্মিত স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন/ ইকো টয়লেট	সংখ্যা	৬৬৮৫৫	৬২৯৪৭	
	[২.২] পল্লী/ পৌরএলাকায় পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি	[২.২.১] নির্মিত পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি টয়লেট	সংখ্যা	৪৩৭	২৩৮৫	
[৩] পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণ	[৩.১] পানির গুণগত মান পরীক্ষা/ পরিবীক্ষণ	[৩.১.১]পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত পানির নমুনা	সংখ্যা	২৯৫০০	৫৫৪৬৫	
[৪] স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা উন্নয়ন	[৪.১] প্রশিক্ষণ	[৪.১.১] দেশে প্রশিক্ষণ	জন	৪৮০	৯৫৩	
		[৪.১.২]বিদেশে প্রশিক্ষণ	জন	১০	২৩	
	[৪.২]তহবিল সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা (উন্নয়ন)	[৪.২.১] তহবিল বরাদ্দ	কোটি টাকা	৯০০	৬৬০.৬৭	
		[৪.২.২] তহবিল অবমুক্তি	কোটি টাকা	৯০০	৬৩১.৩৫	
		[৪.২.৩] তহবিল ব্যয়	কোটি টাকা	৮০০	৬১৪.৫৮	
		৪.২.৪] আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপর ট্রেনিং	সংখ্যা	২০	২০	
[৫] পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন	[৫.১] ডিপিপি প্রণয়ন	[৫.১.১] প্রণয়কৃত ডিপিপি	সংখ্যা	২০	২০	
	[৫.২] ইজিপি এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন	[৫.২.২] ইজিপির মাধ্যমে মূল্যায়ণকৃত দরপত্র	সংখ্যা	১৩৫০	২৮৩৫	

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) বাস্তবায়ন তথ্য

ফোকাল পয়েন্ট

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানি সম্পদ)

১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী, কাকরাইল, ঢাকা।

ফোন: ০২-৯৩৪৩০৬৮, E-mail: addlce.wqms@dphe.gov.bd

১৪.০ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

বর্তমান সরকারের সময় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিশাল অর্জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তথ্য নিম্নে দেওয়া হলঃ

১. পল্লী এলাকায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রায় ৪০০৯১ টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে।

২. স্বল্পমূল্যের ৬২৯৪৭ টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে।

৩. শহর এলাকায় প্রায় ১৪৩৫ টি পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে, ৬০৭ কি.মি. সঞ্চালন ও বিতরন পাইপ লাইন স্থাপন/সংস্কার করা হয়েছে।

৪. ৬৫০০ টি হাউজ কানেকশন প্রদান করা হয়েছে।

৫. ২০২৫ টি শেয়ারড ল্যাট্রিন (Shared Latrine) স্থাপন করা হয়েছে।

৬. কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় ৩২ টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৭. স্যানিটেশন মার্কেটিং এ অবদান রাখার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মর্যাদাপূর্ন P3 Impact Award 2017 অর্জন করেছে।

৮. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্যাডার সংযোজন ৩২৯ (১+৩+১৪+৭৬+২৩৫) - এ উন্নিত।

শুদ্ধাচারঃ

রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌরিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কৌশল হল সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা এবং দেশে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা

শুদ্ধাচারের ধারনাঃ

শুদ্বাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কলোত্তীর্ণ মানদন্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। ব্যক্তির সমষ্ঠিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং তাদের সম্মিলিত লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিপর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিত রুপ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি।

শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের প্রেক্ষাপটঃ

- ❖ প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতির উন্নয়ন সাধন।
- ❖ ক্ষেত্রবিশেষে আইন ও পদ্ধতির পরিবর্তন।
- ❖ নতুন আইন ও পদ্ধতির পরিবর্তন।
- ❖ লোকবলের দক্ষতার উন্নয়ন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনাঃ

১. সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা

২. সচেতনতা বৃদ্ধি

৩. দক্ষতা উন্নয়ন

৪. বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান এর সংস্কার
৫. পুরস্কার প্রদান
৬. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন
৭. অভিযোগ নিষ্পত্তি
৮. ইনোভেশন টিম
৯. তথ্য অধিকার
১০. মনিটরিং

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের তথ্যঃ-

নির্বাহী প্রকৌশলী
পিএন্ডসি বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী, কাকরাইল, ঢাকা।
ফোন: ০২-৯৩৪৩৩৬৩, E-mail:ee.pnc@dphe.gov.bd

ইনোভেশন কার্যক্রমঃ-

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সরকার জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের মাধ্যমে অধিদপ্তরের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক নাগরিক সেবা সহজীকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। উক্ত টিমের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বেশ কিছু সফলতা অর্জিত হয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

১। নলকূপ মেরামত সহজীকরণ শীর্ষক উদ্ভাবনী প্রকল্পটি রাজবাড়ী জেলার চারটি উপজেলায় (গোয়ালন্দ, বালিয়াকান্দি, কালুখালি ও পাংশা) রেপ্লিকেশন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
২। লক্ষ্মীপুর পৌরসভায় মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্বল্প মূল্যে দেশীয় সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ ও জনগনের সচেতনতার মাধ্যমে বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মান ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৩। এটুআই প্রকল্পের আওতায় সেবা সহজীকরণ প্রস্তাব বাস্তবায়নে সাধারণ নাগরিক কর্তৃক নলকূপের জন্য আবেদন বিষয়ক সেবা প্রক্রিয়াটি সহজীকরণ করা হয়েছে। মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় এর পাইলটিং এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এছাড়াও অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর PMIS এর তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে তা যাচাই বাছাই ও ডাটাবেস তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

জাতীয় স্যানিটেশন মাসঃ

স্যানিটেশন একটি মৌলিক মানবাধিকার যা জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে গ্রহীত অধিকাংশ কার্যক্রমই স্যানিটেশনের আওতাভুক্ত। বর্তমান সরকার সকলের জন্য স্যানিটেশন সুবিধা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ, সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরসমূহ, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এবং সর্বোপরি উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সহযোগিতায় বাংলাদেশে স্যানিটেশন আন্দোলনের অংশ হিসেবে জাতীয় স্যানিটেশন মাস এবং বিশ্ব হাতধোয়া দিবস উদযাপিত হয়ে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও অক্টোবর মাসে সারা দেশব্যাপী জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপিত হয়েছে। ২০০৩ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছর অক্টোবর মাসে জাতীয় স্যানিটেশন মাস পালিত হয়ে আসছে। পাশাপাশি ২০০৮ সাল থেকে জাতিসংঘের আহবানে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ১৫ ই অক্টোবর বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালিত হয়ে আসছে। এ সকল প্রচারাভিযানের মাধ্যমে জনগনের মধ্যে স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ১৫ ই অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন চত্বরে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০১৭ পালন করা হয়।

গত ২রা অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ভবনের মিলনায়তনে জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১৭ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এম.পি.। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত না করে দেশ উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনের নির্ধারিত সময়ের আগেই দেশে সবার জন্য উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহবান জানান। স্যানিটেশন ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে জনগনের সচেতনতা বাড়ানো অপরিহার্য বলেও মনে করেন তিনি।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, প্রেস ব্রিফিং আয়োজন, প্রেস রিলিজ প্রকাশ, স্যানিটেশন ক্যালেন্ডার মুদ্রন ও বিতরণ, বিভিন্ন গনমাধ্যমে স্যানিটেশন সংক্রান্ত চলচ্চিত্র/টিভি স্পটসমূহ প্রচার করা হয়। এর পাশাপাশি জেলা/উপজেলা/বিভাগ/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে অক্টোবর মাসব্যাপী সংশ্লিষ্ট টাস্কফোর্স কমিটির উদ্যোগে র‍্যালী, জনসমাগম হয় এমন স্থানে ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বস্তি ও শহরতলী এলাকায় স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

চিত্র ঃ বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ২০১৭ এর অনুষ্ঠান

পরিশিষ্ট

নলকূপ/ পানির উৎস স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন পদ্ধতি –
নলকূপ/ পানির উৎস স্থাপনের জন্য ইউনিয়ন ওয়ারী বন্টন ও স্থান নির্বাচন পদ্ধতিঃ

উপজেলা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (WATSAN) কমিটি পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা, নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা, জনগণের সুযোগ সুবিধা, ইউনিয়নের আয়তন, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনা করে ইউনিয়ন গুলোর মধ্যে সুষমভাবে উৎস সমূহের পুনঃবন্টন করবেন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-স্থাসবি/পাস-১ /বিঃগ্রঃপাঃসঃ /পিএসি- পিআইসি/ প্রকল্প-০১/২০১০/২৬৯(১০) তারিখ-১৭ নভেম্বর, ২০১১ ইং মোতাবেক পানির উৎসগুলো ব্যক্তি পর্যায়ে স্থাপন না করে কমিউনিটি পর্যায়ে স্থাপন করতে হবে। তাছাড়া অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে সুপেয় পানির সুবিধা পায় সেদিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। যেখানে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা অপ্রতুল সে এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পানির উৎস স্থাপন করতে হবে এবং এডিপির আওতায় বরাদ্দকৃত পানির উৎসের স্থান নির্বাচন উপজেলা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (WATSAN) কমিটির মাধ্যমে চূড়ান্ত করতে হবে। তবে বরাদ্দের ৫০% স্থান নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে চূড়ান্ত করতে হবে।

ধরনওয়ারী নলকূপ/পানির উৎস স্থাপন সম্পর্কিত নীতিমালাঃ-

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে দেশের সমগ্র এলাকা ৩টি ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে ৫৮% অগভীর পানি স্তর এলাকা, ৩০% নিম্ন পানি স্তর এলাকা এবং অবশিষ্ট ১২% উপকূলীয় এলাকা। উল্লেখিত এলাকা সমূহে ইতিপূর্বে যথাক্রমে অগভীর নলকূপ, তারা নলকূপ ও গভীর নলকূপ কার্যকর ছিল। দেশের কতিপয় এলাকায় আর্সেনিক দূষণ পরিলক্ষিত হওয়ায় ঐ সকল দূষণ এলাকায় বর্তমানে অগভীর নলকূপ স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। আর্সেনিক দূষণ এলাকায় আর্সেনিক সমস্যা নিরসনে জাতীয় নীতিমালা ২০০৪ চ এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিম্নোক্তভাবে অনুসরন করে নলকূপ/ পানির উৎস স্থাপন করা হবে।

১. আর্সেনিক দূষণ যে সব এলাকায় গভীর ও অগভীর একুইফার (Aquifer) কর্দমস্তর দ্বারা বিভক্ত সে সকল এলাকায় বেনটোনাইট (Bentonite) ক্লেসিলিংসহ গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে।
২. দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে গভীর নলকূপ কৃতকার্য বিধায় ঐ সকল এলাকায় বেনটোনাইট (Bentonite) ক্লেসিলিংসহ গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে।
৩. আর্সেনিক দূষণ যে সব এলাকায় গভীর ও অগভীর একুইফার বিভক্ত করার কর্দমস্তর সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই এরুপ এলাকায় প্রথমে রিংওয়েল ও পিএসএফ স্থাপনের চেষ্টা করা হবে।
৪. আর্সেনিক দূষণ এলাকায় যদি রিংওয়েল ও পিএসএফ স্থাপন প্রযুক্তিগত ভাবে বাস্তব সম্মত না হয় তাহলে ঐ সকল এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন সংক্রান্ত প্রটোকল অনুযায়ী গভীর হস্থচালিত নলকূপ স্থাপন করা হবে। গভীর নলকূপের সিলিং পদ্ধতি সঠিক হতে হবে যাতে উপরস্থ পানির স্তরের আর্সেনিক দূষিত পানি নিম্নের গভীর Aquifer এর নিরাপদ পানির সাথে মিশে দূষিত করতে না পারে।

নতুন পানির উৎস স্থাপনের ক্ষেত্রে পানির গুনগতমান এর সাথে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিল প্রদানের বিষয়টি বিযুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

পানির উৎস স্থাপনের ক্ষেত্রে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিল প্রদানের সাথে নলকূপের পানির গুনগতমানের বিষয়টি বিযুক্তকরণ সম্পর্কিত গাইড লাইন (Guidelines and Recommendation on delinking Contractor`s Payments for Water Quality Results) অত্র দপ্তরের স্মারক নং ৪২১৬(১২০), তারিখ: ২৩/০৪/২০১৩ মোতাবেক জারী করা হয়েছে। উক্ত গাইড নিম্নে বর্ণিত হলো:-

১. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা অফিস এলাকা ভিত্তিক পানির উৎসের প্রযুক্তি চিহ্নিত করবে। অতঃপর জেলা অফিস ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড ভিত্তিক নলকূপের গড় গভীরতা নির্ণয় করবে। এক্ষেত্রে কোন জটিলতা/ সমস্যা দেখা দিলে সার্কেল পর্যায়ে নিরসনের প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে। সমস্যাটি সার্কেল পর্যায়ে নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর মাধ্যমে অধিদপ্তরের টেকনিক্যাল কমিটির নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করতে হবে। ইউনিয়ন/ওয়ার্ড ভিত্তিক গড় গভীরতার ভিত্তিতে দরপত্র দলিল প্রণয়ন করতে হবে।

২. সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদেরকে অভীষ্ট গভীরতার বিষয়টি অবগত করতে হবে।

৩. নির্দিষ্ট নলকূপের গভীরতা অভীষ্ট গভীরতার ±১০% গ্রহন করা যাবে। তবে পরিমাপকৃত ও রেকর্ডকৃত গভীরতার মধ্যে যেন কোন তারতম্য না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. মাঠ পর্যায়ের তত্ত্বাবধানে ও পরিদর্শণের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয় গুলো নিশ্চিত করতে হবে।
- ক) স্ট্রেইনার সঠিক গভীরতায় বসানো;
- খ) নলকূপের উন্নয়ন ও প্লাটফরম নির্মাণ;
- গ) সঠিক ভাবে পানির নমুনা সংগ্রহ এবং ফিল্ড কিটের দ্বারা আর্সেনিক টেষ্ট;
- ঘ) আইডি প্লেট স্থাপন;
- ঙ) সকল রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও অধিদপ্তরের MIS/GIS ইউনিটে প্রেরণ।

৫. অভীষ্ট গভীরতায় স্থাপিত যে সকল নলকূপের পানির গুণগতমান গ্রহনযোগ্য হবে না ঐ সকল নলকূপের জন্য এডিপিতে পৃথক বরাদ্দ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে স্থান নির্ধারণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার প্রয়োজন হবে না। তবে বিষয়টি ওয়াটস্যান কমিটিকে অবহিত করতে হবে এবং এর জন্য সহায়ক চাঁদা সংগ্রহ করতে হবে।

৬. প্রতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পানির উৎস স্থাপনের কাজ শুরুর প্রচেষ্টা গ্রহন করতে হবে যাতে করে যথাযথ তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের মাধ্যমে এর গুণগতমান নিশ্চিত করা যায়।

৭. ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পানির গুনগতমানের সাথে ঠিকাদারকে বিল দেয়া সম্পর্কিত দরপত্র দলিলের ধারাটি বিলুপ্ত হবে এবং এ সম্পর্কিত উপরে বর্ণিত গাইড লাইন যথাযথ অনুসরণ করতে হবে।

পানির গুণগতমান পরীক্ষা এবং নমুনা সংগ্রহ সংক্রান্ত গাইডলাইন

পানির গুণগতমান পরীক্ষা এবং নমুনা সংগ্রহ সংক্রান্ত গাইডলাইন (Guidelines and Recommendation on the Process of Testing Water Quality in DPHE Laboratories for newly Installed Water Points) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। লাইন নিম্নে বর্ণিত হলো:-

১. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও সার্ভিলেন্স সার্কেল (WQMSC) – জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত সকল পানির উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ অর্থ বছরের শুরুতেই প্রকল্পের আওতায় স্থাপিতব্য পানির উৎসের সংখ্যা সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণ ও সার্ভিলেন্স সার্কেলের (WQMSC) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কে অবহিত করবেন। স্থাপিতব্য উৎসের পানির গুণগতমান পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল (HPD বোতল সহ) অর্থ বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃক বরাদ্দ করা হবে। নমুনা সংগ্রহ সংক্রান্ত সকল ব্যয় প্রকল্প হতে নির্বাহ করা হবে।

৩. মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীদের চাহিদার ভিত্তিতে WQMSC কর্তৃক নমুনা সংগ্রহের জন্য Acidified/ non acidified HDP বোতল সহ সরবরাহ করা হবে যা নির্বাহী প্রকৌশলীগণ উপজেলা অফিসে বিতরণ করবেন। উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেকানিকগণের সহায়তায় যথাযথভাবে নমুনা সংগ্রহ করে নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী পরীক্ষার জন্য আঞ্চলিক পরীক্ষাগারে প্রেরণ করবেন। উল্লেখ্য নমুনা সংগ্রহের বোতলে অবশ্যই “Water Point ID” এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমাপকৃত গভীরতা লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

৪. নমুনা সংগ্রহের সময় ফিল্ড টেষ্ট কিট দ্বারা মেকানিকগণ পানির গুণগতমান বিশেষত আর্সেনিকের উপস্থিতি পরীক্ষা করবেন। প্রাপ্ত ফলাফল উপজেলা অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫. পরিকল্পনা সার্কেল নতুন ডিপিপি প্রণয়নকালে স্থাপিত পানির উৎসের পানির নমুনা সংগ্রহ ও গুণগতমান পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখবে এবং গুণগতমান পরীক্ষার জন্য নলকূপ মেকানিক-কে প্রয়োজনীয় ব্যয় (সম্মানী/ ভাতা) পরিশোধের পদ্ধতি প্রণয়ন করবে। এছাড়া পরীক্ষিত পানির উৎসের মধ্য হতে ৫%-১% পানির উৎসের গুণগতমান পুন:পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সংস্থান রাখবে।

৬. আঞ্চলিক ল্যাবরেটরী পানি পরীক্ষার সকল তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অফিস ও নির্বাহী প্রকৌশলীকে তথ্যাদির কপি প্রেরণ করবে। কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী উক্ত সকল তথ্যাদি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এমআইএস ইউনিটে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করবে। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত তথ্য অবশ্যই WPID অনুযায়ী হতে হবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরী হতে প্রতিবছর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে।

৭. ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে পানির গুণগতমান পরীক্ষার বিষয়ে বর্ণিত এ প্রজ্ঞাপন যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

Contribution money

Sl.No	Technological Option Of Rural Water Supply	Approximate Cost(Taka) of Installation	Contribution money for the option from the Users (Taka)
1	Shallow Tubewell	22000	1500.00
2	Deep Tubewell (No. 6 Pump)	82000	7000.00
3	Tara (Shallow)	36000	2500.00
4	Tara (Deep)	93000	7000.00
5	Ring Well	90000	3500.00
6	Pond Sand Filter (PSF)	66000	4500.00
7	SST/VSST	23000	2500.00
8	Rain water Harvesting System	42000	1500.00

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম :---
পিতার নাম :--
মাতার নাম :--
বর্তমান ঠিকানা :---
স্থায়ী ঠিকানা :---
ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে):-------------------
পেশা :--
২। কি ধরনের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) :------------------------
৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী (ছাপানো/ ফটোকপি/ লিখিত/ ই-মেইল/ ফ্যাক্স/ সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) :---
৪। তথ্য গ্রহনকারীর নাম ও ঠিকানা :---
৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা :---
৬। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা :--
৭। আবেদনের তারিখ :--

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

<u>আপীল আবেদনপত্র</u>

১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা
(যোগাযোগের সহজ মাধ্যম সহ):---

২। আপীলের তারিখ :--

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তার নামসহ
আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) :--

৪। যার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে তার নামসহ
আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) :---

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :---

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ
হবার কারন (যদি থাকে) :---

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি :---

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন :---

৯। অন্য কোন তথ্য যা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য
আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন :---

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন চলমান প্রকল্পসমূহের আওতাভুক্ত জেলা ও পৌরসভাসমূহের ম্যাপ:

প্রকল্পের নামঃ থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভায়রোনমেন্টাল স্যানিটেশন (পর্ব-২)

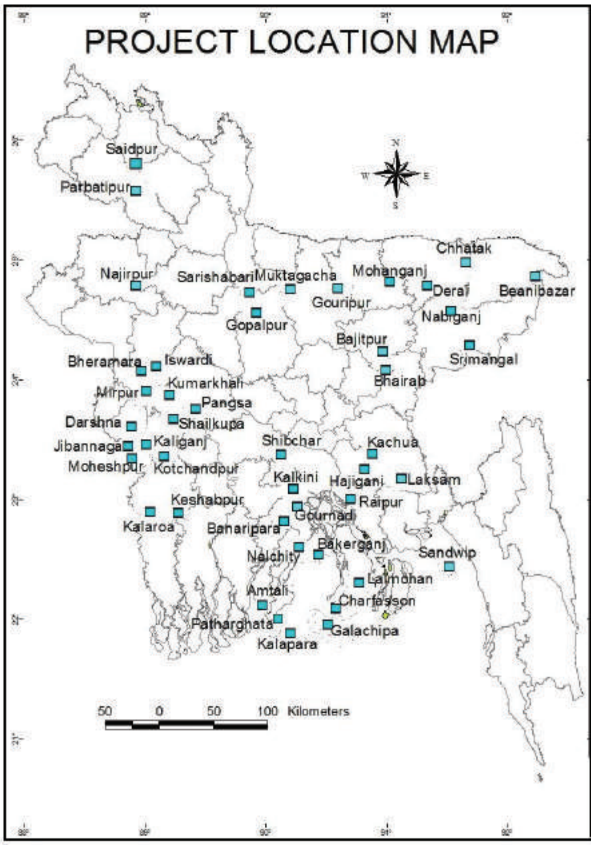

ক্রমিক নং	জেলা	পৌরসভা	ক্রমিক নং	জেলা	পৌরসভা
১	বরিশাল	বানারীপাড়া	২৪	মাদারীপুর	শিবচর
২	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	২৫	রাজবাড়ী	পাংশা
৩	বরিশাল	গৌরনদী	২৬	চুয়াডাঙ্গা	দর্শনা
৪	বরগুনা	আমতলী	২৭	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর
৫	বরগুনা	পাথরঘাটা	২৮	যশোর	কেশবপুর
৬	ভোলা	চর ফ্যাশন	২৯	ঝিনাইদহ	কালীগঞ্জ
৭	ভোলা	লাল মোহন	৩০	ঝিনাইদহ	কোট চাঁদপুর
৮	ঝালকাঠি	নলছিটি	৩১	ঝিনাইদহ	মহেশপুর
৯	পটুয়াখালী	গলাচিপা	৩২	ঝিনাইদহ	শৈলকুপা
১০	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	৩৩	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা
১১	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	৩৪	কুষ্টিয়া	কুমারখালী
১২	চাঁদপুর	কচুয়া	৩৫	কুষ্টিয়া	মিরপুর
১৩	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	৩৬	সাতক্ষীরা	কলারোয়া
১৪	কুমিল্লা	লাকসাম	৩৭	নঁওগা	নাজিরপুর
১৫	লক্ষীপুর	রায়পুরা	৩৮	পাবনা	ঈশ্বরদী
১৬	জামালপুর	সরিষাবাড়ী	৩৯	দিনাজপুর	পার্বতীপুর
১৭	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর	৪০	নীলফামারী	সৈয়দপুর
১৮	কিশোরগঞ্জ	ভৈরব	৪১	হবিগঞ্জ	নবীগঞ্জ
১৯	ময়মনসিংহ	গৌরীপুর	৪২	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল
২০	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	৪৩	সুনামগঞ্জ	দিরাই
২১	নেত্রকোনা	মোহনগঞ্জ	৪৪	সুনামগঞ্জ	ছাতক
২২	টাঙ্গাইল	গোপালপুর	৪৫	সিলেট	বিয়ানীবাজার
২৩	মাদারীপুর	কালকিনি			

প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প

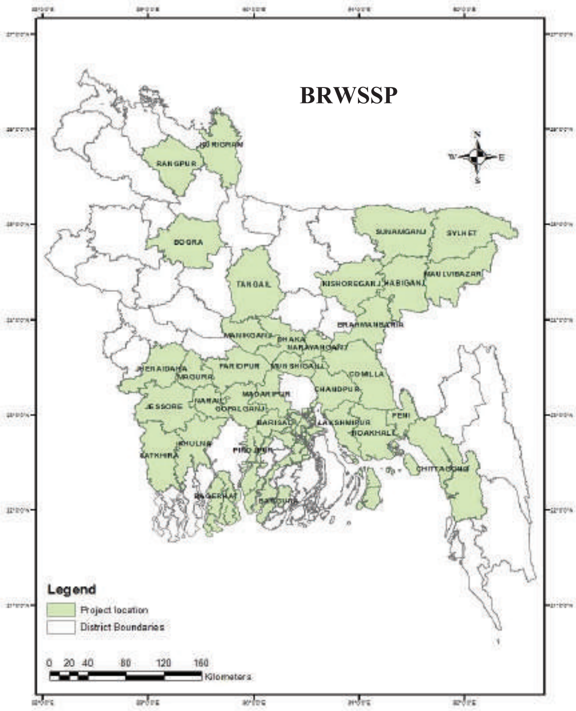

ক্রমিক নং	জেলা	ক্রমিক নং	জেলা
১	বরিশাল	১৮	টাঙ্গাইল
২	পিরোজপুর	১৯	বাগেরহাট
৩	ব্রাক্ষনবাড়িয়া	২০	যশোর
৪	চাঁদপুর	২১	খুলনা
৫	চট্টগ্রাম	২২	সাতক্ষীরা
৬	কুমিল্লা	২৩	মাগুরা
৭	ফেনী	২৪	ঝিনাইদহ
৮	লক্ষীপুর	২৫	নড়াইল
৯	নোয়াখালী	২৬	মৌলভীবাজার
১০	ঢাকা	২৭	সুনামগঞ্জ
১১	কিশোরগঞ্জ	২৮	হবিগঞ্জ
১২	নারায়ণগঞ্জ	২৯	সিলেট
১৩	ফরিদপুর	৩০	কুড়িগ্রাম
১৪	গোপালগঞ্জ	৩১	বগুড়া
১৫	মাদারীপুর	৩২	রংপুর
১৬	মানিকগঞ্জ	৩৩	বরগুনা
১৭	মুন্সীগঞ্জ		

প্রকল্পের নামঃ ৩৭ জেলা টাউন ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প

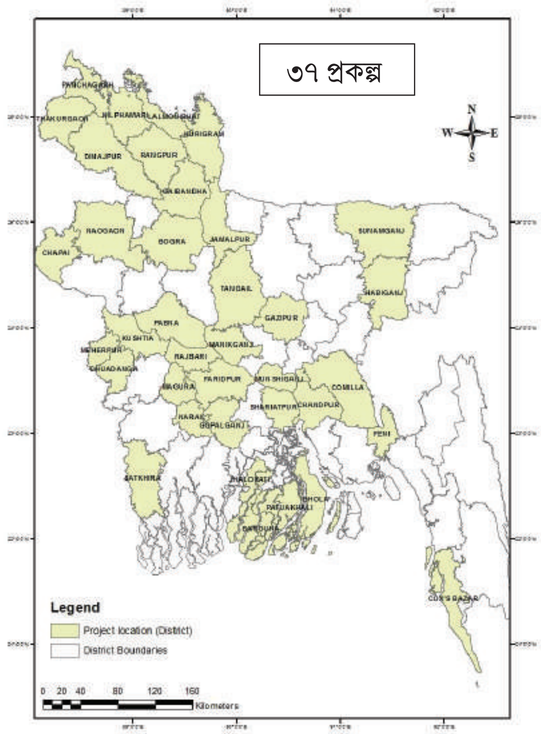

ক্রমিক নং	জেলা	ক্রমিক নং	জেলা
১	ফরিদপুর	২০	নীলফামারী
২	শরীয়তপুর	২১	গাইবান্ধা
৩	গোপালগঞ্জ	২২	ঠাকুরগাঁও
৪	রাজবাড়ী	২৩	পঞ্চগড়
৫	মুন্সীগঞ্জ	২৪	লালমনিরহাট
৬	টাঙ্গাইল	২৫	পাবনা
৭	গাজীপুর	২৬	নওগাঁ
৮	মানিকগঞ্জ	২৭	নবাবগঞ্জ
৯	জামালপুর	২৮	ঝালকাঠি
১০	কক্সবাজার	২৯	ভোলা
১১	ফেনী	৩০	বরগুনা
১২	কুমিল্লা	৩১	পটুয়াখালী
১৩	চাঁদপুর	৩২	মাগুরা
১৪	হবিগঞ্জ	৩৩	নড়াইল
১৫	সুনমগঞ্জ	৩৪	মেহেরপুর
১৬	রংপুর	৩৫	সাতক্ষীরা
১৭	বগুড়া	৩৬	কুষ্টিয়া
১৮	কুড়িগ্রাম	৩৭	চুয়াডাঙ্গা
১৯	দিনাজপুর		

প্রকল্পের নামঃ গ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডীপ গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স ইন আরবান এন্ড রুরাল এরিয়াস ইন বাংলাদেশ

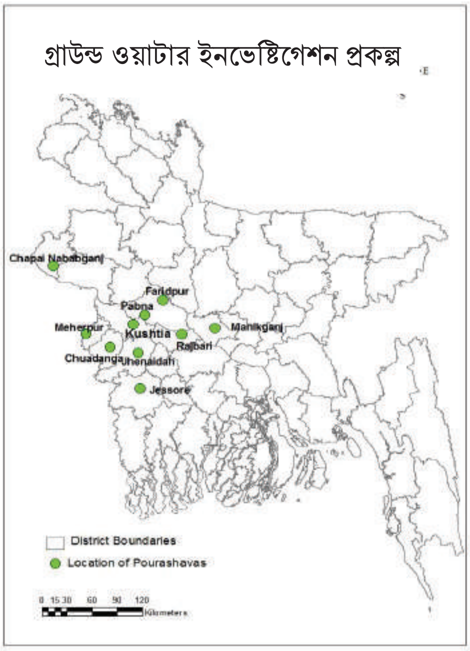

ক্রমিক নং	জেলা	পৌরসভা
১	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর
২	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর
৩	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর
৪	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর
৫	যশোর	যশোর সদর
৬	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর
৭	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর
৮	মেহেরপুর	মেহেরপুরসদর
৯	চাপাই নবাবগঞ্জ	চাপাই নবাবগঞ্জ সদর
১০	পাবনা	পাবনা সদর

প্রকল্পের নামঃ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প

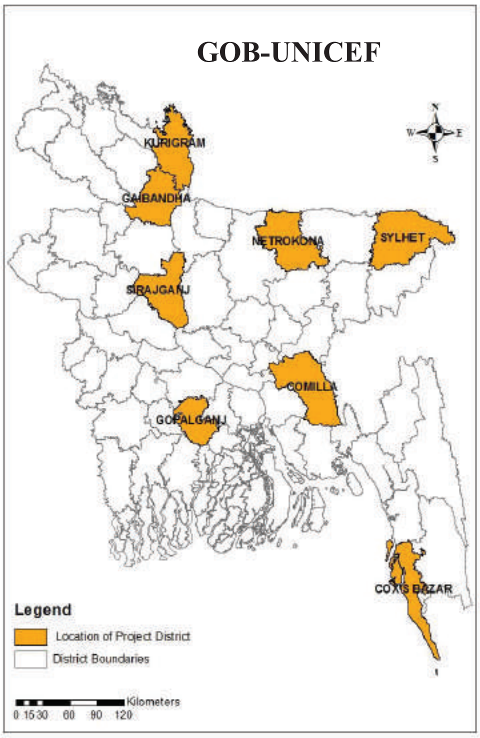

ক্রমিক নং	জেলা
১	গোপালগঞ্জ
২	নেত্রকোনা
৩	গাইবান্ধা
৪	কুড়িগ্রাম
৫	সিরাজগঞ্জ
৬	সিলেট
৭	কুমিল্লা
৮	কক্সবাজার

প্রকল্পের নামঃ পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প

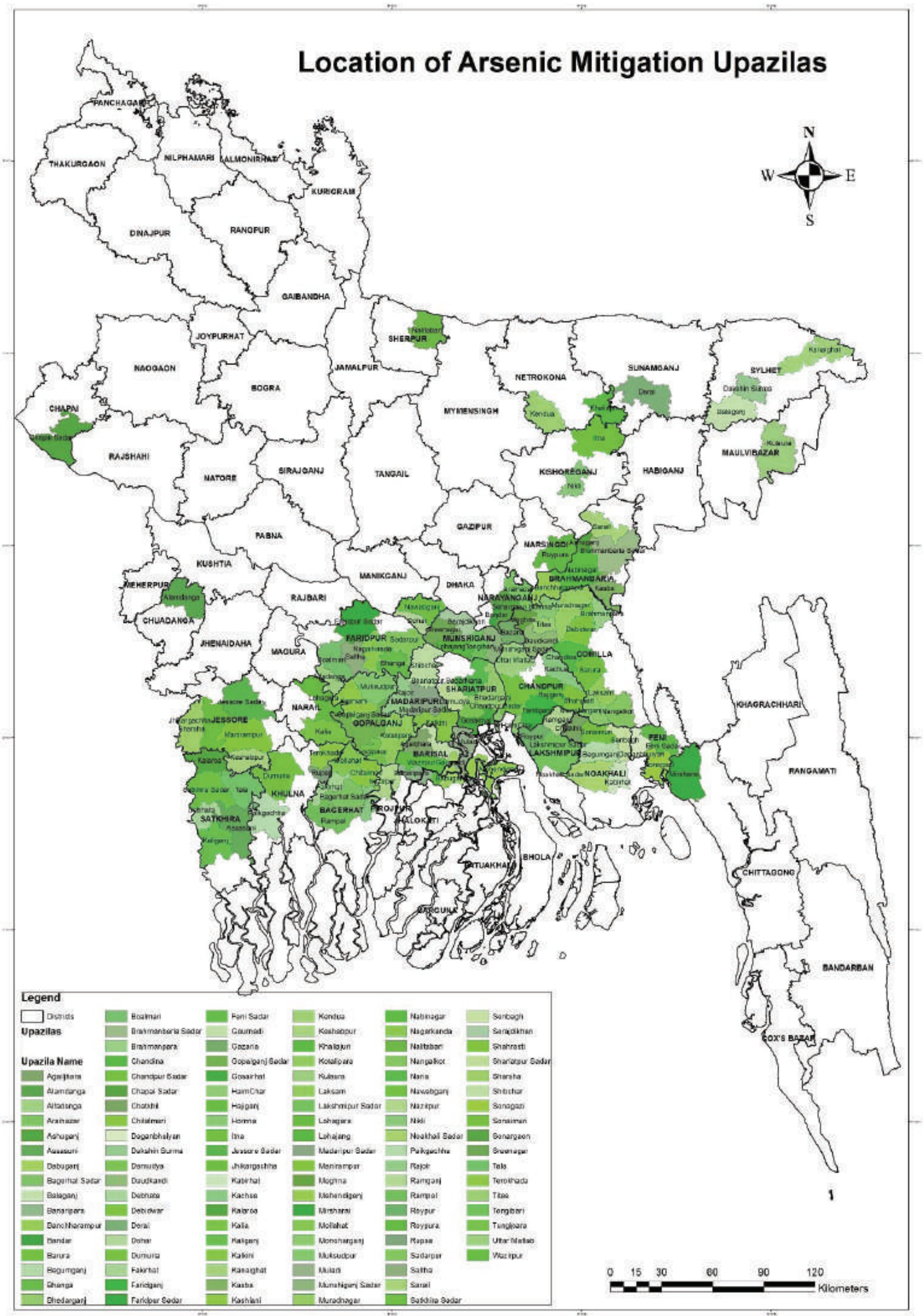

প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি)

জেলা	পৌরসভা
ঢাকা	দোহার
ঢাকা	ধামরাই
নোয়াখালী	চাটখিল
নোয়াখালী	বসুরহাট
রাজশাহী	গোদাগাড়ী
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ
বগুড়া	শেরপুর
দিনাজপুর	বীরগঞ্জ
যশোর	মণিরামপুর
যশোর	বেনাপোল
চুয়াডাঙ্গা	আলমডাংগা
কুড়িগ্রাম	উলিপুর
সিলেট	কানাইঘাট
হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ
সুনামগঞ্জ	শায়েস্তাগঞ্জ
সুনামগঞ্জ	জগন্নাথপুর
বরিশাল	মুলাদী
ফরিদপুর	বোয়ালমারী
নরসিংদী	মাধবদী
ব্রাহ্মনবাড়িয়া	নবীনগর
টাঙ্গাইল	ঘাটাইল
সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি
গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ

প্রকল্পের নামঃ ৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প

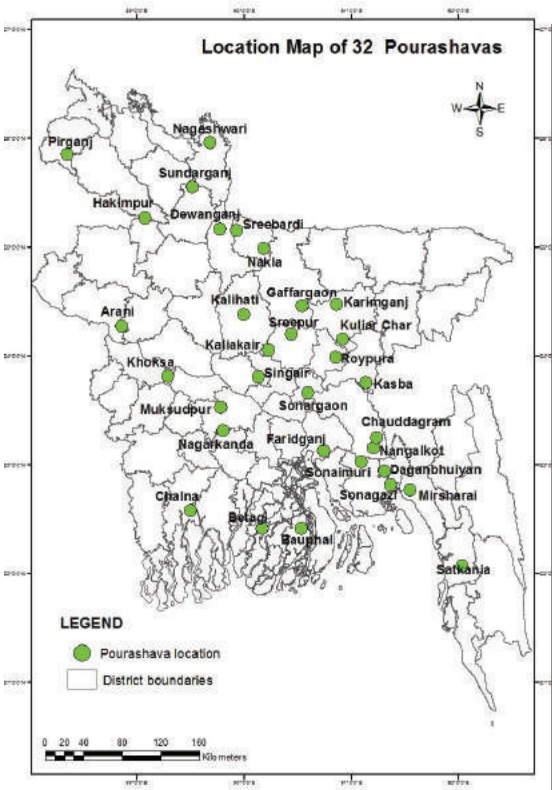

ক্রঃ নং	বিভাগ	সার্কেল	জেলা	পৌরসভা
১	বরিশাল	বরিশাল (২/২)	বরগুনা	বেতাগী
২			পটুয়াখালী	বাউফল
৩	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম (৬/৯)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কসবা
৪			চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ
৫			চট্টগ্রাম	মীরসরাই
৬				সাতকানিয়া
৭			কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম
৮				নাঙ্গলকোট
৯			ফেনী	সোনাগাজী
১০				দাগনভুঞা
১১			নোয়াখালী	সোনাইমুড়ি
১২	রংপুর	রংপুর (৪/৪)	দিনাজপুর	হাকিমপুর
১৩			কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী
১৪			গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ
১৫			ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ
১৬	ঢাকা	ঢাকা (৫/৬)	গাজীপুর	কালিয়াকৈর
১৭				শ্রীপুর
১৮			মানিকগঞ্জ	সিংগাইর
১৯			নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁও
২০			নরসিংদী	রায়পুরা
২১			টাঙ্গাইল	কালিহাতী
২২		ময়মনসিংহ (৪/৬)	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ
২৩			কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ
২৪				কুলিয়ারচর
২৫			ময়মনসিংহ	গফরগাঁও
২৬			শেরপুর	শ্রীবর্দী
২৭				নকলা
২৮		ফরিদপুর (২/২)	ফরিদপুর	নগরকান্দা
২৯			গোপালগঞ্জ	মুকসেদপুর
৩০	রাজশাহী	রাজশাহী (১/১)	রাজশাহী	আড়ানী
৩১	খুলনা	খুলনা (২/২)	খুলনা	চালনা
৩২			কুষ্টিয়া	খোকসা

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ

১) জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, ডিপিএইচই।
ফোনঃ ০২-৯৩৪৩৩৫৮/ ০২-৯৩৪৩৩৭৫; ই-মেইলঃ ce@dphe.gov.bd.

২) জনাব এ কে এম ইব্রাহীম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), ডিপিএইচই।
ফোনঃ ০২-৯৩৪৩৩৬০; ই-মেইলঃ addlce.planning@dphe.gov.bd.

৩) জনাব তুষার মোহন সাধু খাঁ, প্রকল্প পরিচালক, পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুকি নিরসন প্রকল্প, ডিপিএইচই।
ফোনঃ ০২-৫৫১৩০৫২৩; ই-মেইলঃ pd.arrp@dphe.gov.bd.

৪) জনাব খন্দকার এ এইচ মাহমুদ, প্রোগ্রামার, জি আই এস ইউনিট, ডিপিএইচই।
ফোনঃ ০২-৯৩৩৭৩২৭;

৫) বেগম শাহানা আলম, পিকম্যাক প্রকল্প, ডিপিএইচই।
ফোনঃ ০২-৯৩৫৮১৩৪;

প্রকাশনায়
এস আই আর বিভাগ
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা।

www.dphe.gov.bd